www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ২১ মাঘ – ২৭ মাঘ, ১৪২৩ ঃ ৪ ফেব্রুয়ারি – ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 16, 4 February - 10 February, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্ডেন অ্যান্ড নার্সারী
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলাদের মন্তেসরী প্রাইমারি
টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তি চলিতেছে।
২১, কে.বি. বসু রোড, বারাসত, কলকাতা-১২৪
ফোন : ২৫৫২-০১৭৭
মো : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : অবশেষে জমির চরিত্র হননে রাশ টানল রাজ্য সরকার।

স্থানীয় প্রশাসন আর জমির চরিত্র বদল করতে পারবে না। এ ব্যাপারে সরাসরি সিদ্ধান্ত নেবে নবান্ন। এরফলে বিপদে পড়বে প্রোমটার থেকে জমি মাফিয়ারা।

রবিবার : ভাঙড়ের ছায়া বর্ধমানের আউশগ্রামে। স্কুলের জমি

দখলে পুলিশী মদতের অভিযোগে গ্রামবাসীদের রোষের মুখে আউশগ্রাম থানা। ভাঙচুর, পুলিশকে গণধোলাই কিছুই বাদ গেল না। এমনকি অসহায় এক পুলিশ কর্মীকে কাঁদতে দেখা গেল পর্যন্ত। আউশগ্রাম ওসিকে ইতিমধ্যে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সোমবার : নিজের দেশের সীমান্ত শক্ত করতে কঠোর অভিবাসন আইনে

পাঁচ রাষ্ট্রের জন্য ভিসায় নিষেধাজ্ঞা আরাপ করলেন আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অভিযোগ, সীমান্ত দিয়ে ভিসার ফাঁক গলে জঙ্গিরা ঢুকছে অবাধে। ইতিমধ্যে বিশ্ব জুড়ে ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে সমালোচনার ঝড় বইলেও সম্প্রতি একই পথে হাঁটল কুয়েত।

মঙ্গলবার : নতুন ইতিহাস ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে। এবার

বোর্ড চালাতে চার সদস্যের এক কমিটি গড়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। আছেন প্রাক্তন সিএজি বিনোদ রাই, প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটার ডায়না এডুলজি, ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ এবং আইডিএফসির সিইও বিক্রম লিমায়ে।

বুধবার : দুয়ারে ভোট। তার আগেই পাঞ্জাবের ভাটিন্ডায় কংগ্রেস

প্রার্থী হরমেন্দ্র সিংহ জসসির সভার সময় এক অল্টো গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে।

বৃহস্পতিবার : এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটের তাৎপর্য গভীর। প্রথমত

নোট বাতিল সিদ্ধান্তের পরে প্রথম বাজেটে আশা-নিরাশার দোলাচলে ছিল মানুষ। দ্বিতীয়তঃ এই প্রথম রেল ও সাধারণ বাজেট একসঙ্গে পেশ হল। তবে মোদ্দা কথায় ভাল মার্কস পেয়ে বাজেট পরীক্ষায় পাশ করে গেলেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

শুক্রবার : রোজভ্যালিকান্ডেরনয়া সন্ধিক্ষণে গৌতম কুন্ডুর স্ত্রী শুভ্রাকে

ডাকার পর এবার লালবাজারের ডাক পেতে চলেছেন ইডি-র অপসারিত প্রধান মনোজ কুমার।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, নোট বাতিলের পর

বাজেটেও ওভার বাউন্ডারি

পার্থসারথি গুহ

এক নজরে পেশ হল একটি অসাধারণ, সুসংহত বাজেট। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, কৃষিজীবী সহ দেশের সব অংশের মানুষের জন্য অনুকূল একটি বাজেটই এবার তুলে ধরেছে মোদি সরকারের তুখোর অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। নিঃসন্দেহে এই দেশহিতৈষী বাজেটের পূর্ণাঙ্গ বিরোধিতা করতে পারছেন না বিরোধীরা। তবে ইতিমধ্যেই এ নিয়ে ইতিউতি মুখ খোলা শুরু করেছেন তাঁরা। তবে নোট বাতিল ইস্যু থেকে যে কোনও বিষয় যিনি মোদি বিরোধিতার প্রায় পেটেন্ট নিয়ে নিয়েছেন সেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাজেটকে নিষ্ঠুর, অমানবিক ও দিশাহীন বলে আখ্যা দিয়েছেন। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ থেকে রাজনীতিবিদ, মায় সাধারণ মানুষ কেউই অবশ্য এ ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হতে পারছেন না। তাঁরা বরং করছাড় থেকে কৃষি ক্ষেত্রে বাজেটে অজস্র প্রস্তাবে রীতিমতো মজে গিয়েছেন। সুদের হার কমায় যে প্রবীণ নাগরিকরা অসুবিধায় পড়েছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রে জীবন বিমায় বিশেষ ছাড় যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। দেশের মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যেও এই বাজেটে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ থেকে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ, একটা বড় অংশের মতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা নোট বাতিল নয়, ২০১৭ এর সাধারণ বাজেটের ওপর ভর করেই আগামী লোকসভা ভোটে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ প্রশস্ত করল শাসক এনডিএ তথা বিজেপি। প্রসঙ্গত, এবারই প্রথম সাধারণ বাজেটের সঙ্গে একসঙ্গে পেশ হল রেল বাজেট। আর রেল সুরক্ষায় যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করার প্রস্তাব রয়েছে এই বাজেটে তা অভূতপূর্ব।

ভারতের অর্থনীতি যে এগোচ্ছে তা নিয়ে বিগত কিছু সংখ্যায় লেখালেখি চলছিল। এর মধ্যে সেই কথাকেই প্রতিষ্ঠিত করল প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, ভারতের অর্থনীতি এগোচ্ছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পুরনো নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রশংসাও শোনা যায় রাষ্ট্রপতির মুখে। বাজেট পেশের আগে ধন্যবাদসূচক বক্তব্যেও দেশের উন্নয়নে মোদি সরকারের উদ্যোগের তারিফ শোনা যায় প্রবীণ রাষ্ট্রপতির কণ্ঠে। প্রধানমন্ত্রী যে নগদমুক্ত অর্থনীতির কথা তুলে ধরছেন তারও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন রাষ্ট্রপতি। শুধু দেশের রাষ্ট্রপতি বলে নয়, একজন বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ হিসেবে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের এই ভাষণের তাৎপর্যই আলাদা। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যেমন দাবি করছেন এই নোট বাতিল কাণ্ডে দেশের অর্থনীতির বিশাল ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তার ছিটেফোঁটা সমর্থনও মেলেনি রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে। এখানে আরও একটা প্রশ্ন বড় আকারে দেখা দিচ্ছে। সেটা হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর মধ্যে একাধিকবার নোট বাতিল ইস্যু নিয়ে প্রণববাবুর দ্বারস্থ হয়েছেন। দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনেও ছুটে গিয়েছেন। এমনকি নোট বাতিলের জেরে যে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে মমতা দাবি করছেন তার তালিকাও রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরার কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে একথাও বলতে শোনা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী যখন কারও কথা শুনছেন না, স্বৈরাচারী মনোভাব নিয়ে চলছেন, তখন রাষ্ট্রপতিকেই দেশবাসীর স্বার্থে এগিয়ে আসতে হবে। এরপর পাঁচের পাতায়

বিশ্বাস ভাঙছে, কাঁদছে পুলিশ

ওঙ্কার মিত্র

২০১১ সালের পরিবর্তনের সেই ফিল গুড ফ্যাক্টরটাই যেন হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল দ্বিতীয় দফায় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই। কোথায় গেল সেই উদাত্ত আহ্বান বদলা নয় বদল চাই? কোথায় গেল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সেই ভরসা ভরা প্রতিশ্রুতি? মমতা বলেছিলেন মানুষের উন্নয়নই হবে বাংলার প্রথম ও শেষ কথা। কোথায় গেল সেই লক্ষ্য! সবই যেন আউট অফ ফোকাস লাগছে। বিশ্বাস ভরসার মাটি আলগা হয়ে ফুঁড়ে উঠছে অশান্তির বাতাবরণ। কিন্তু কেন? এ নিয়েই বিশ্লেষণে বসেছিলেন কিছু সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা।

এঁদের মতে ক্রমশ দিশা হারাচ্ছে রাজ্যের মা মাটি মানুষের সরকার। কারণ বল্গাহীন উন্নয়নের পাশাপাশি এই সরকার জন্ম দিয়েছে কিছু ধান্দাবাজদের যারা শাসক দলের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা প্রভাবশালী নেতাদের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় কারণ দলের প্রভাব বাড়াতে অন্য দলের নেতা কর্মীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ। অতি উৎসাহে দলের প্রথম সারির নেতারা বুঝতেই পারেননি আদি তৃণমূল ও নব্য তৃণমূলের যে লড়াই বাঁধবে তা বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে নিজেদের কাছে। বিশেষজ্ঞদের মতে কংগ্রেস ঘরানার দলগুলি চিরকালই ওপেন প্ল্যাটফর্ম। এখানে যেমন ভালো-মন্দের সহাবস্থান ঘটে তেমনই আসা যাওয়া চলতে থাকে অবলীলাক্রমে। একম্ অদ্বিতীয়ম্ সর্বোচ্চ নেতা বা নেত্রীর আনুগত্যই এখানে শেষ কথা। তৃণমূলও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে যেহেতু এই দলের বিস্তার ব্যাপক নয় ফলে যা হওয়ার এ রাজ্যেই হবে। দেশের রাজনীতিতে তেমন প্রভাব পড়বে বলে মনে হয় না।

বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমানে এ রাজ্যের জমি-শিল্প-কৃষি-পুলিশ সবই মমতা নীতির অধীন। এই নীতিতে সবার আগে মানুষের আবেগ, তা সে যতই ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক যুক্তির পরিপন্থী হোক না কেন। তাই তো মমতা কয়েকশো কোটি টাকার পাবলিক মানি লগ্নির পরেও অবলীলাক্রমে বলে দেন মানুষ না চাইলে পাওয়ার গ্রিড হবে না। তাই অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও জনরোষে মার খাওয়া মমতার পুলিশ হাত গুটিয়ে অসহায় হয়ে কাঁদছে। অতএব পুলিশ, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় নেতাদের প্রতি বিশ্বাস হারানোর যে বহিঃপ্রকাশ ঘটছে তা সামাল দেওয়ার দায় সম্পূর্ণভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি পারলে থাকবেন, না হলে এটাই হয়তো তার শেষ দফার ক্ষমতা। দলের অন্যরা পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে ক্ষমতা হারানো আরও তরান্বিত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের মত। তাদের মতে আর একটি উপায় হল প্রশাসনিক দৃঢ়তায় পরিস্থিতির মোকাবিলা। আজ এই ক্ষমতায়নের পশ্চিমবঙ্গে তেমন দৃঢ়চেতা আমলা পেলে ভাল নইলে সামনে সমূহ বিপদ।

মমতার আরও এক কীর্তি ধর্মসম্পৃক্ত রাজনীতি। এ ব্যাপারে তাঁর স্ট্যান্ড খুব ক্লিয়ার। হিন্দুদের পুজোয় গিয়ে যেমন মন্ত্র পড়তে হবে তেমনই মুসলমানের ধর্ম অনুষ্ঠানে নামাজের ভঙ্গি করতে হবে। বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান সব ধর্মের অনুষ্ঠানে তিনি সমান সাবলীল। আসলে বোঝানো আমি তোমাদেরই লোক। কিন্তু এই 'ধার্মিক' আচরণের আড়ালে যে নিঃশব্দে ধর্ম উন্মাদনা এবং একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ বাড়ছে তা তিনি সম্ভবত বুঝতে পারছেন না। ফলে নানা জায়গায় ইতিমধ্যে তার বহিঃপ্রকাশ হতে শুরু করেছে। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে মমতার আচরণ মোটেই কোনও অন্যায় নয়। কিন্তু এটা সাধারণ মানুষের আচরণ। কোনও শাসকের এই আচরণ হওয়া উচিত নয়। হলে তা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হয় না।

বিশেষজ্ঞদের মতে

এটাই পুলিশের ভবিতব্য

বর্ধমানের আউশগ্রামে থানায় বসে অসহায় পুলিশকর্মী কাঁদছেন। সম্প্রতি এই ছবি রাজ্য তথা দেশে ঝড় তুলেছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার স্ক্রিনে নানা প্যানেলে সমালোচনায় মুখর হচ্ছেন রাজনৈতিক নেতারা। তবে মানুষ এসব দেখে রীতিমতো কমেডি শো-এর মজা পাচ্ছেন। কারণ সকলেই জানে ক্ষমতায় থাকলে পুলিশ বন্ধু হয়, না হলে চরম শত্রু। আর রাজনৈতিক নেতাদের এই তরজার ফাঁক গলে ব্রিটিশদের আইন আঁকড়ে পুলিশ আছে খোশমেজাজে। তারা জানে আজ যারা দলদাস বলে গাল পাড়ছে কাল তারাই ক্ষমতায় এলে বন্ধু বলে সস্নেহে কাছে টেনে নেবে তাদের।

আসলে ছবিটা অন্য। পুলিশ নিয়ে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের চরিত্র দ্বিচারিতায় ভরা। এখনও কার্য্যকরী ব্রিটিশদের দমনপীড়নমূলক পুলিশ আইন বদলাতে এবং পুলিশকে এক নিরপেক্ষ সংস্থার হাতে তুলে দিতে চেষ্টার কসুর করে নি ভারতের সুপ্রীম কোর্ট। সরকার হলফনামা দিয়ে পুলিশকে বদলাবার প্রতিশ্রুতি দিলেও কিছুই করে নি। সংসদে ছোটখাট বিষয় নিয়ে সদস্যদের সোচ্চার হতে দেখা গেলেও পুলিশ বদল নিয়ে সকলেই নীরব। আসলে সব দলই চায় দলদাস পুলিশ যা দিয়ে একদিকে রাজনীতির ফায়দা তোলা যাবে আবার প্রয়োজনে ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা করা যাবে প্রতিবাদীদের। ফলে যে পুলিশ একসময় ছিল বিদেশি শাসকের ক্রীতদাস সে এখন দেশি নেতাদের দলদাস। ফলে জনরোষের লক্ষ্য যে পুলিশ হবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তাই পুলিশের চোখের জলে সমাজের হৃদয় গলে না। এটাই ভবিতব্য।

পঞ্চায়েত সম্মেলনে প্রতিনিধিদের ভাতা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : রাজ্য পঞ্চায়েত সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের সাম্মানিক ভাতা বাড়িয়ে তাঁদের কাজের প্রতি আরও মনোসংযোগ এবং স্বচ্ছভাবে প্রশাসনিক ও দলীয় কাজ করার বার্তা দিলেন। ৩ ফেব্রুয়ারি

কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সরকারি উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী পঞ্চায়েত রাজ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এরপর বক্তব্য রাখেন মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, রাজ্যের উন্নয়নের স্তম্ভ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত। এই ত্রিস্তরের জনপ্রতিনিধিদের স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। তাঁদের কাজে যেন দল বা সরকারের সম্মানহানী যেন না হয়। তিনি বলেন, ত্রিস্তরের সদস্য সদস্যাদের কোনও নির্দিষ্ট ভাতা নেই, তাঁরা সংসার প্রতিপালন করবেন কি করে? তাই ত্রিস্তরের সদস্য সদস্যারা যাতে সরকারি কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন, সেজন্য তাঁদের জন্য ভাতা ঘোষণা করেন। পঞ্চায়েত ও সমিতির সাধারণ সদস্যরা ১৫০০ টাকা এবং জেলা পরিষদ সদস্যরা ২০০০ টাকা করে ভাতা পাবেন। প্রধানরা ৩০০০ টাকা এবং সমিতির কর্মাধ্যক্ষরা ২৭০০ টাকা, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষরা ৪০০০ টাকা করে ভাতা পাবেন। রেশনের ক্ষেত্রে তিনি বলেন, অনেক বিপিএল মানুষরা ২ টাকা কেজি দরের চাল, গমের কার্ড থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অনেক এপিএল পরিবারের হাতে ওই কার্ড চলে গিয়েছে। জেলা শাসকদের এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে বলেন। ৩১ মার্চ পর্যন্ত কার্ড পরিবর্তনের আবেদন করা যাবে। এদিন সম্মেলনে সারা রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রায় ১৫ হাজার জনপ্রতিনিধি সহ বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রী ও আধিকারিকরাও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

নার্সিংহোমে লুঠপাট

পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা থানা এলাকার মোল্লারঠেসে জীবন সুরক্ষা নার্সিং হোমে একদল দুষ্কৃতী ব্যাপক ভাঙচুর ও লুঠপাট চালাল। একটি ওষুধের দোকানেও হামলা চালায় তারা। আতঙ্কে ডাক্তার, নার্স ও কর্মচারীরা পালিয়ে যান। নার্সিংহোমের মালিক ডাঃ কামাল সেখ জানান, তিনদিন আগে হাকিম নগরের এক রোগীকে নিয়ে

বাড়ির লোকজন আসে। কিন্তু তার অবস্থা ভাল নয় দেখে রোগী ভর্তি করা হয়নি। তার বাড়ির লোকজন তাকে নিয়ে আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে যায়। পথিমধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। এরপর সেদিন নার্সিংহোমে এসে চাপ দিয়ে পরিবারের লোকেরা ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়ে নেয়। তারপর আচমকাই গত বুধবার নার্সিংহোমে হামলা চালায় দশজন লোক। আমরা লিখিতভাবে ফলতা থানায় দশজনের বিরুদ্ধে এফআই আর করেছি। কিন্তু প্রশাসন এখনও পর্যন্ত নির্বিকার। এরপর পাঁচের পাতায়

মধ্যমগ্রামের কিশোরী বিক্রি বিহারে, ধৃত যুবক

কল্যাণ রায়চৌধুরী

মধ্যমগ্রামের আবদালপুর থেকে কাজের লোভ দেখিয়ে সতেরো বছরের এক কিশোরীকে বিহারে পাচার করার অভিযোগ উঠল বাপি ওরফে রাজা প্রামাণিক নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। মধ্যমগ্রাম থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার সকালে রাজাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পাচার হয়ে যাওয়া ওই কিশোরী পাটনা থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে মতিহারি সাইমন এলাকায় একটি বাড়িতে বন্দি রয়েছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। মধ্যমগ্রাম থানার আইসি তমাল দাস বলেন, ওই কিশোরীকে উদ্ধারের সব ধরনের চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা। দু-এক দিনের মধ্যে পুলিশের একটি দল সেখানে যাবে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, ওই কিশোরী নৃত্যে সড়গড়। এলাকার ছেলে রাজাও একটি নাচের দলের সঙ্গে যুক্ত। পরিবারের আর্থিক অনটনের সুযোগ নিয়ে নাচ সম্পর্কিত কাজের লোভ দেখিয়ে রাজা বাড়ি থেকে মেয়েটিকে বিহারে নিয়ে চলে যায়। মেয়েটির মা বলেন, এর আগে মেয়ে কয়েকবার কাজের জন্য বাইরে গেলেও ফিরে এসেছিল। কিন্তু এবার বাইরে যাওয়ার পরে মেয়ের

কোনও খোঁজ পাচ্ছিলাম না। দুদিন আগে মেয়ে ফোন করে জানায় বাপি তাকে বিক্রি করে দিয়েছে। বিহারের প্রত্যন্ত একটি গ্রামের জঙ্গলের ভিতর একটি বাড়িতে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরেও কিশোরীটি ফের ফোন করে মায়ের কাছে কান্নাকাটি করে তাকে উদ্ধার করার আর্তি জানায়। ওই দিনই মেয়েটির মা যোগাযোগ করেন মধ্যমগ্রামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে। এই সংস্থা শিশু ও নাবালিকা পাচার রোধে কাজ করে। সংস্থার সম্পাদক নূপুর ঘোষ বলেন, আমরা বিষয়টি উত্তর ২৪ পরগনার চাইল্ড লাইনকে জানাই। মধ্যমগ্রাম থানার সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা মেয়েটিকে উদ্ধার করবে বলে জানিয়েছে। আমরাও পুলিশকে সাহায্য করছি। শনিবার মোবাইলে ওই কিশোরীর সঙ্গে কথা হয়। সে বলে, বাপি আমাকে বিক্রি করে চলে গিয়েছে। এখানে একটি ঘরে আমাকে আটকে রেখে মারধর করা হচ্ছে। বাড়ি যাওয়ার কথা বললেই ওরা বলছে বাপি এলেই ছেড়ে দেওয়া হবে। অন্য কেউ এলে এখান থেকে তার লাশ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ওরা আমার ফোন কেড়ে নিয়েছে আমি এখানে আটকে থাকা অন্য একটি মেয়ের ফোন থেকে বাড়ির সঙ্গে কথা বলছি। এখন সকলেই তাকিয়ে পুলিশের তৎপরতার দিকে। পরিবার অপেক্ষা করছে কবে তাদের মেয়ে বাড়ি আসবে।

বাজেট পরবর্তী বাজারের রণকৌশল

শেয়ার কেনায় এখন প্রাধান্য দিন ধাতু, অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ও ব্যাঙ্কিং সেক্টরে

কালিদাস চক্রবর্তী

বাজেটকে সামনে রেখে ভারতের শেয়ার বাজার একটা বড় র‍্যালি দিচ্ছে তা নিয়ে গত দু সপ্তাহ ধরেই জোর আলোচনা চলছে। বিশেষ করে প্রায় ৮ হাজারের নিচে তলিয়ে যাওয়া নিফটি যেভাবে বাজেটকে কেন্দ্র করে 'বাউন্স ব্যাক' করেছে তা আলাদাভাবে প্রশংসার দাবি রাখে। মূলত সাধারণ মানুষ তথা মধ্যবিত্তের পছন্দসই করব্যবস্থা, পাশাপাশি শিল্পপতিদের জন্য হরেক রকম ব্যবস্থা থাকা এসবের ফলেই হয়তো বাজার আপাতত বাড়ছে। ভারতীয় শেয়ার বাজারের এখনকার এই বৃদ্ধির পিছনে শুধু যে ইতিবাচক বাজেট একমাত্র রসদ তা কিন্তু নয় মোটেই। বরং ভারত সরকার এখন 'ইনভেস্টর ফ্রেন্ডলি' হয়ে উঠতে চাইছে তার একটা পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে ভারতের শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক উত্থানে। লগ্নিকারীদের কাছে টানতে সরকার তথা অর্থমন্ত্রক আগামীতে অনেক রকম পদক্ষেপ নিতে চলেছে বলেও জানা যাচ্ছে। এর মধ্যে কিছু কিছু প্রকল্পের কথা ইতিমধ্যেই বাজারে ভাসতে শুরু করেছে।

তাছাড়া সুদের হার নিয়মিতভাবে কমে যাচ্ছে বলে মধ্যবিত্তদের একটা অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তাও খুঁজছে সরকার। কারণ কেন্দ্র ভালোমতোই জানে বহু মধ্যবিত্তের সংসার চলে পেনশন ও ফিক্সড থেকে উপার্জিত অর্থের ওপর। এবার সুদের হার যদি এভাবে পড়ে যেতে থাকে তবে তো তারা সমস্যায় পড়বেনই। এর বিকল্প হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার তথা ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক একান্তভাবে চাইছে দেশের আম জনতা তাদের রোজগারের একটা অংশ শেয়ার বাজারে লগ্নি করুক। প্রত্যক্ষভাবে না করলেও পরোক্ষভাবে যাতে এই বিনিয়োগ হয় সেদিকে নজর রেখে মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির পথ আরও সুগম করতে চাইছে ভারত সরকার। এমনিতে বিজ্ঞাপনে একটা ভাষা প্রায়ই আমাদের কানে বাজে, 'মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ'। এই ঝুঁকির জায়গাটা যতটা সম্ভব সরল করার চেষ্টাও রয়েছে সরকারের পরিকল্পনায়। তবে শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে শেয়ার বাজারে অংশগ্রহণ নয়, সাধারণ মানুষ যাতে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের শেয়ার বাজারে সামিল হতে পারে তারও প্রস্তুতি নেওয়া উচিত সরকারের। সেক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে সাধারণ ভারতবাসীকে 'শেয়ার শিক্ষিত' করে তোলার অভিযান নেওয়া যেতেই পারে।

অর্থনীতির কচকচি যাদের খুব জটিল বলে মনে হয় সরকার যদি এইন ধরণের উদ্যোগ নেয় তবে অনেকটাই সাবলীল হয়ে উঠতে পারে মানুষের ধারণা। আসল কথা হল যে বাজারে আমি টাকা খাটাচ্ছি সেই পুঁজিকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়। এর ওর কথা শুনে শেয়ার বাজারে কেনাকাটা করা মোটেই উচিত নয়, বরং নিজস্ব জ্ঞানবুদ্ধি খাটিয়ে বাজারে আসা অনেক বেশি বুদ্ধিমানের। মনে রাখা প্রয়োজন ভারতের শেয়ার বাজার কেন, দুনিয়ার যে কোনও অর্থ বাজার আসলে সমুদ্রের মতো। এই শেয়ার সমুদ্র কখনই আপনার সব সম্পদ কেড়েকুড়ে নেবে না, বরং অনেক কিছু আবার ফিরেও দিয়ে যাবে। তাছাড়া চক্রাকারে বাজার যে এগোয় তাও কিন্তু খুব সত্যি কথা। এই যেমন একসময় ভারতের শেয়ার বাজারে রিয়েলিটি শেয়ারের ব্যপক রমরমা দেখা গিয়েছিল। এর পর আবার দেখা গেল তার জমানার অবসান ঘটেছে। তারপর ওষুধ ও

অর্থনীতি

তথ্য প্রযুক্তির শেয়ারের রমরমা বেশ কিছুদিন প্রত্যক্ষ করেছে ভারতের শেয়ার বাজার। এখন সেখানে ভাঁটা। এর জায়গা পূরণ করছে গাড়ি ও এর অনুসারি শিল্প, ব্যাঙ্ক ও নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল ক্ষেত্র। আর বহুদিন নিচে পড়ে থাকার পর এখন রীতিমতো সতেজ হয়ে উঠেছে মেটাল বা ধাতু সংক্রান্ত সেক্টর। এদের বেশ কিছু শেয়ার যেভাবে বাড়তে শুরু করেছে তাতে মনে হচ্ছে আগামীতে ধাতুকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হবে বড় ধরনের র‍্যালি।

যদিও শেয়ার বাজারের যেমন কোনও নির্দিষ্ট ব্যাকরণ নেই, তেমনই এই বাজার কখনই কারও হাতের মুঠোয় চলে এসেছে এমন দাবি বোধহয় করতে পারেন না বিশেষজ্ঞরাও। অনেক সময়ই দেখা যায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন এক, আর বাজার এগোচ্ছে সম্পূর্ণ অন্যভাবে। এক্ষেত্রে বাজারের চরিত্র বোঝা সত্যি দায়। এতটা অনিশ্চয়তা জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই নেই। শেয়ার বাজার কোন খবরকে ইতিবাচক ধরে এগোবে, আর কোন খবরকে ঘিরে স্পর্শকাতর হয়ে পিছুটান মারবে তা বুঝতে দুনিয়ার যে কোনও বিশেষজ্ঞই হিমশিম খাবেন। আসলে এই বাজারের চরিত্রই এটা। এতটাই স্বাধীনচেতা এই বাজারের যাবতীয় চালচলন, যে কোন জায়গা থেকে বাজার কোন দিকে বাঁক নেবে তা আগাম জানা যায় না।

তাহলে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক নিয়মে উঠে আসতে পারে। সেটা হল, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের বাণিজ্যিক অনুষ্ঠানে বসে, বা শুধুমাত্র শেয়ার ও অর্থনীতির চ্যানেলে বসে যাঁরা বাজারের ওপরে যাওয়া কিংবা পড়ে যাওয়া নিয়ে বড় বড় 'লেকচার' দেন তারা কোন জায়গা থেকে এই স্পর্ধা পান। 'স্পর্ধা' শব্দটা এজন্যই ব্যবহার করা যে শেয়ার বাজার এমন একটা বিষয় যে এর সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে যাওয়া একরকম ধৃষ্টতাই বটে। তাও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের প্রয়োজন হয় অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে যাঁরা এই বাজারে সবে পা রাখছেন বা একান্তই যাঁরা নবীশ তাঁদের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। কারণ বাজারের ওপরে যাওয়া বা নিচে আসা, বিভিন্ন শেয়ার বা সেক্টরের ওঠানামা নিয়ে এই বিশেষজ্ঞরা যেসব পরামর্শ দেন তাতে তাঁদের একটা সুনির্দিষ্ট অভিধা আছে। বস্তুত শেয়ার বাজার নিজে যতই ব্যাকরণ না মেনে এগোক, তার চলাফেরার নানা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে বিশেষজ্ঞরা গাণিতিক উপায় এক চার্ট তৈরি করে ফেলতে সক্ষম হন। যা শেয়ার বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে কিছুটা হলেও লগ্নিকারীদের অবহিত করে।

গত বছরের শেষ লগ্ন থেকে দু-দুটি ঘটনা হঠাৎ করেই আরও কাঁপিয়ে দেয় ভারতের শেয়ার বাজারকে। তার মধ্যে নিঃসন্দেহে উল্লেখ করতে হবে ভারত সরকারের রাতারাতি পুরনো ৫০০-১০০০ টাকার নোট বাতিল করার সিদ্ধান্ত এবং পাশাপাশি রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়া। এই দুটি ঘটনার জন্য সেভাবে প্রস্তুত ছিল না ভারতের বাজার। কালোবাজারী রুখতে মোদি সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা আম দেশবাসী মেনে নিয়েছেন। তাও এই সিদ্ধান্তের জেরে নগদের জোগানে সমস্যা ঘটায় বেশ কিছুটা চাপে পড়েছে দেশের অর্থনীতি। এখন অন্তত দুটো ত্রৈমাসিক অর্থাৎ বড়জোর এই অর্থবর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত ভারতের সার্বিক বৃদ্ধির হার এতে খানিকটা কমে যেতে পারে। তবে নোট বাতিলের সুফল যখন প্রকৃত ফলতে থাকবে তখন এই জিডিপি'র বৃদ্ধিও কিন্তু ঘটবে সমানতালে। তার জন্য এখন বাজারে খানিকটা 'ওয়াচ অ্যান্ড সি' নীতি নিয়ে চলার পক্ষেই মত দিচ্ছেন বিভিন্ন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা। কারণ ভারতের অর্থনীতির বুনিয়াদ এতটাই মজবুত ও এখানকার গণতন্ত্র যেরকম শক্তিশালী তাতে বাজার ভবিষ্যতে অনেক ওপরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এখন থেকেই অত্যন্ত সুলভ মূল্যে চলে আসা বিভিন্ন ভালো কোম্পানির শেয়ারের দিকে 'পাখির চোখ' করা ভীষণ প্রয়োজন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৪ ফেব্রুয়ারি – ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

মেষ : কর্মস্থলে নিজের কৃতিত্বের জন্য সম্মানিত হবেন। গৃহ-ভূমি ও জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

বৃষ : দায়িত্বমূলক কাজগুলি পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী করতে সক্ষম হবেন। শিক্ষায় বাধা এলেও সাফল্য পাবেন। কোন যানবাহন বা সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা সফল হতে পারে। কর্মস্থলে উন্নতির যোগ রয়েছে। পতি পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না।

মিথুন : ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থলাভের যোগ রয়েছে। প্রচুর অর্থব্যায়েরও যোগ রয়েছে। এর ফলে আপনি অত্যন্ত চিন্তায় পড়ে যাবেন। শরীর ভাল যাবে না। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। পাকাশয়ের পীড়ার এবং বাত-বেদনায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা এলেও আপনি অর্থ পাবেন। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মস্থলে নিজের সম্মান বজায় রেখে চলতে সক্ষম হবেন।

সিংহ : লেখাপড়ায় চঞ্চলতার জন্য মনের মতো ফল পাবেন না। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মনোমালিন্য সৃষ্টি হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। কর্মস্থলে উর্ধ্বতন ব্যক্তির সঙ্গে বিবাদে যাবেন না।

কন্যা : চলাফেরায় যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। অপরের কথায় কান না দিয়ে নিজের মতে চলুন। পতি-পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হতে পারে। কর্মস্থলে যথেষ্ট সতর্ক থাকা উচিৎ। শত্রুতার যোগ রয়েছে।

তুলা : কর্মক্ষেত্রে সুনাম, যশ বজায় থাকতে দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য আপনি প্রশংসিত হবেন। মনের উপর চাপ সৃষ্টি হবে। নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করুন। ব্যবসা-বাণিজ্যে এখন ঝোঁক দেবেন না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলতে হবে।

বৃশ্চিক : মনের মধ্যে শান্তি পাবেন না। কোন না কোন কারণে মন বিচলিত থাকবে। লেখা-পড়ায় ফল ভাল হবে। খুব বুদ্ধি করে এবং মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলতে হবে। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ পাবেন।

ধনু : আহারে বিহারে যথেষ্ট সংযত থাকতে হবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। এর ফলে আপনি চিন্তিত হয়ে পড়বেন। শত্রুরা নানাভাবে বিব্রত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা আপনার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।

মকর : নিজের কাজ নিজেকেই সামলাতে হবে। মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছেড়ে সহজ সরল পথে এগিয়ে চলুন ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্যের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় কিছুটা সুফল পাবেন। কর্মস্থলে আপনার সম্মান বজায় থাকবে।

কুম্ভ : ক্রোধকে সংযত রাখার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়ে আশানুরূপ ফল পাবেন। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে বুঝে চলুন। ব্যবসায় উন্নতির যোগ রয়েছে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।

মীন : যাঁরা সাহিত্যিক বা শিল্পী তাঁদের পক্ষে সময়টি শুভ। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা আপনাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। সন্তান বিষয়ে শুভ হবে।

সেন্ট্রাল এএফভি ডিপোয় মেটেরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডসম্যান মেট, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, মাল্টিটাস্কিং স্টাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন পদে ৭২ জন কর্মী নিয়োগ করবে পুনের সেন্ট্রাল এ এফ ডি ডিপো। এটি কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা। নিয়োগ হবে মেটেরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ট্রেডসম্যান মেট, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এবং মেসেঞ্জার পদে।

শূন্যপদের বিবরণ : মেটেরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৪২টি (সাধারণ ২৪, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১১)। এর মধ্যে ৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী, ২টি শূন্যপদ দক্ষ খেলোয়াড় এবং ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত ও শ্রবণসংক্রান্ত দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেটেরিয়াল ম্যানেজমেন্টে ডিপ্লোমা বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে কোনও শাখায় ডিপ্লোমা অথবা যে-কোনও শাখায় স্নাতক।

ট্রেডসম্যান মেট : ১৮টি (সাধারণ ১০, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৭)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী, ১টি শূন্যপদ দক্ষ খেলোয়াড় এবং ২টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষতা এবং ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

লোহার ডিভিশন ক্লার্ক : ৮টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক। সঙ্গে কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ৩৫টি ইংরেজি শব্দ বা প্রতি মিনিটে ৩০টি হিন্দি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (মেসেঞ্জার): ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষতা এবং ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ১৭-২-২০১৭ তারিখে মেটেরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে এবং অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৫ বছরের

কাজের খবর

মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর, দক্ষ খেলোয়াড়রা ৫ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম : ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে মেটেরিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ২,৮০০ টাকা, ট্রেডসম্যান মেট ও মেসেঞ্জার পদের ক্ষেত্রে ১,৮০০ এবং লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদের ক্ষেত্রে ১,৯০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা এবং স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের প্রশ্ন হবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং (২৫ নম্বর), নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড (২৫ নম্বর), জেনারেল ইংলিশ (৫০ নম্বর) এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৫০ নম্বর) বিষয়ে। পরীক্ষার সময়সীমা ২ ঘন্টা। ট্রেডসম্যান মেট পদের ক্ষেত্রে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ১০০ সেকেন্ডে ৫০ কেজি ওজনের কোনও বস্তুকে ২০০ মিটার বয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ৬ মিনিটে ১.৫ কিলোমিটার দৌড়। ক্লার্ক পদের ক্ষেত্রে থাকবে টাইপিং প্রফিশিয়েন্সি টেস্ট।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.indianarmy.nic.in আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ দরখাস্ত ভরা খামের ওপর প্রার্থী যে পদের জন্য আবেদন করেছেন তার নাম এবং ক্যাটেগরি লিখে দেবেন। দরখাস্ত ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Commandant, CAFVD Kirkee, Pune-411 003 (Maharashtra)।

খুঁটি নাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

- প্রার্থীর পাসপোর্টমাপের দু'কপি স্বপ্রত্যায়িত ফটো। ফটো দু'টি দরখাস্ত এবং অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।
- বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়ত নকল।
- কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মেডিকেল সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল।
- দক্ষ খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে যথাযত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
- যথাযথভাবে পূরণ করা অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ড।
- প্রার্থীর নাম-ঠিকানা লেখা এবং ২৫ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম।

শব্দবার্তা ১৬

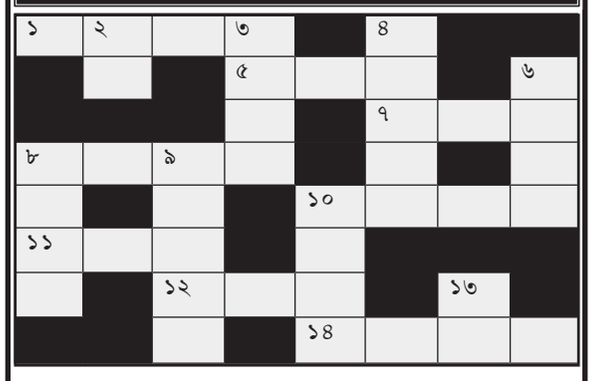

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। মুদ্রা তৈরির কারখানা ৫। পর্বতের গুহা ৭। খাদ্য বিশেষ ৮। মৌখিক ১০। সর্বসমেত, মোট ১১। 'কবে আমি—হলেম তোমারি গান গেয়ে' ১২। রান্নার এক পাত্র ১৪। বিনাশকারী।

উপর-নীচ

২। যার ইচ্ছাতে কর্ম ৩। লোভে জিহ্বা এমনই করে ৪। মানুষের দেহের অস্থিময় কঙ্কাল ৬। যাকে ত্যাগ করা হয়েছে, বর্জিতা ৮। বাছাই, বেছে নেওয়া ৯। আস্থা স্থাপন করা ১০। আইনবিরুদ্ধ ১৩। বিহ্বল, অভিভূত।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৫

পাশাপাশি : ১। কোশিশ ৩। ধর্মান্তর ৫। হররা ৬। চন্দ্র ৭। রবার ৯। গিলিত ১২। মরা ১৩। বিভাষা ১৪। কদাকার ১৫ টনিক।

উপর-নীচ : ১। কোকিলেক্ষু ২। শহরতলি ৩। ধরাধর ৪। রসেন্দ্র ৬। চর ৮। বালাইষাট ৯। গিরা ১০। তছবির ১১। বড়লোক ১২। মড়ক।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** -আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**- ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**-গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**-রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**- বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**-দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**-দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**-পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**-অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**-প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**-বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**-সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**-কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**- শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**- বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**- সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**- মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**- তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**- দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**- নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**- তপন মিদ্দে ● **বাগদা**- সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**- কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**- পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** -সোমেন পাল ● **কল্যাণী**-সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**-বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**-নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**-পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**-মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**-দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**-তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**-গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**-টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**-বিশুদা ● **পি এন বি**- এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**-জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**-চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**-খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**- দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**- বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**- হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**- অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**- মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

সার্টিফিকেট প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সোমবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লক বিডিও অফিস ভবনে কয়েকশো ছাত্র–ছাত্রীর হাতে এসসি এসটি ওবিসি কাস্ট সার্টিফিকেট তুলে দেয় ক্যানিং–১ বিডিও কিংশুক চন্দ্র আম্বেদকরে দিবস উপলক্ষ্যে। এদিন ডাঃ বি আর আম্বেদকরের

ছবিতে মাল্যদান করেন বিশিষ্টজনরা। এছাড়া ২০১৬ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী ছাত্র–ছাত্রীদের ডঃ বি আর আম্বেদকরের স্মারক, পুস্তক দিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং–১ জয়েন্ট বিডিও পার্থ রায়, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শিবু চক্রবর্তী, অ্যাডিশন্যাল ইন্সপেক্টর শিলা চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ নন্দী, অ্যাডিশন্যাল আইবিসিডব্লু প্রাক্তন রহমত আমিল মোল্লা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্র–ছাত্রীদের ডঃ বি আর আম্বেদকরের স্মারক তুলে দিয়ে বিডিও কিংশুক চন্দ্র বলেন আগামী দিনে তোমরা সুন্দরবন তথা রাজ্যে ও দেশের ভবিষ্যৎ। তোমরাই নতুন প্রজন্মকে পথ দেখাবে এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। বিডিও কিংশুক চন্দ্র এদিন ডঃ বি আর আম্বেদকরের জীবন আদর্শের কথা তুলে ধরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন আম্বেদকর দিবস উপলক্ষ্যে কয়েকশো এসসিএসটি ওবিসি কাস্ট সার্টিফিকেট ছাত্র–ছাত্রীদের সরকারি বিদ্যালয় চালু হয়েছে। এই বিদ্যালয়টি ২০১৬ সালে রাজ্যের থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র–ছাত্রীরা পঠন–পাঠন করতে পারবে। ফলে শিবু চক্রবর্তী বলেন এস টি, ওবিসি ছাত্র ছাত্রীদের সার্বিক মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ক্যানিং–১ ও ২, বাসন্তী ব্লকগুলিতে ইংরাজি, বাংলা মিডিয়াম স্কুল চালু হয়েছে। যা প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চালু। ফলে কয়েক লক্ষ ছেলে মেয়ে উচ্চ শিক্ষায় উপকৃত হবে। ডঃ বি আর আম্বেদকর তিনি মহান, তার আদর্শ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এদিন কাস্ট সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে খুশি ছাত্র ছাত্রীরা।

কলকাতা বইমেলায় তরজা গানে আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ জানুয়ারি কলকাতা বইমেলার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য–সংস্কৃতি দফতরের স্টলের সামনে পশ্চিমবঙ্গ মন্ডপে তরজা পরিবেশন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মা শীতলা তরজা পার্টির দুই শিল্পী অজয় মন্ডল ও তাঁর পুত্র উদয় মন্ডল। দুজনেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য–সংস্কৃতি দফতরের লোকপ্রসার প্রকল্পের নথিভুক্ত শিল্পী। কলকাতা শহরের আধুনিক সভ্যতার নাগরিকরাও প্রাচীন লোকসংস্কৃতি তরজা গান শুনে মুগ্ধ। উদয় মন্ডল জানালেন, আমরা স্বপ্নে ভাবিনি কলকাতা বইমেলার মতো আন্তর্জাতিক মেলায় তরজা গান পরিবেশন করতে পারব। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই আমরা লোকশিল্পীরা সম্মান পাচ্ছি। অজয়বাবু ও উদয়বাবু এদিন কন্যাশ্রী, আমার শৌচাগার, যুবশ্রী, সবুজসাথী সহ নানা সরকারি প্রকল্পকে তরজা গানের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

নাবালিকা ছাত্রী নিখোঁজে রহস্য

মেহেবুব গাজী

এক মাস হল খোঁজ নেই সতেরো বছরের ছাত্রীর। ছাত্রীর কাছে থাকা মোবাইলে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। এক অপরিচিত যুবক ফোন করে ছাত্রীকে বিক্রি করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। হুমকি ফোন পাওয়ার পর থেকে আতঙ্কে ও উৎকণ্ঠায় ছাত্রীর পরিবার। নিখোঁজ ছাত্রী এসমাতারা খাতুন ডায়মন্ডহারবারের নতুনহাটের বাসিন্দা। স্থানীয় নতুনহাট গার্লস হাইস্কুলে পড়ে মেধাবী এসমাতারা। নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে বেশ কয়েকবার অপরিচিত যুবকের ফোন এসেছে ওই পরিবারের কাছে। ফোন থেকে মেয়েকে আর পাওয়া যাবে না বলে হুমকি এসেছে। ছাত্রীর কাছে থাকা মোবাইলের সুইচ বন্ধ থাকছে বেশিরভাগ সময়। পরিবারের পক্ষ থেকে ডায়মন্ড হারবার থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। পুলিশ মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, আলাল শেখ পেশায় রাজমিস্ত্রি। তার দুই মেয়ে এক ছেলে। মেয়েদের মধ্যে ছোট এসমাতারা। অভাবী পরিবার। বাড়ির পাশে প্রতিবেশীদের বাড়ি গিয়েছিল এসমাতারা। তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি। পরদিন ডায়মন্ড হারবার থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে পরিবার।

এর মধ্যে পরিবারের কাছে একটি মোবাইল নম্বর থেকে ফোন আসে। অপরিচিত এক যুবক ফোনে জানায়, এসমাতারাকে অপহরণ করে পাচার করে দেওয়া হয়েছে। মেয়ের যেন আর খোঁজ না নেয় পরিবার। এই ফোন নম্বর দিয়ে তদন্তকারী অফিসারকে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

অভাবী পরিবারের মেয়েদের টোপ দিয়ে পাচারের ঘটনা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নতুন কোনও ঘটনা নয়। এসমাতারার ক্ষেত্রেও সেরকম কোনও ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি পরিবারের। মা তনুজা বিবি বলেন, 'ওর কাছে থাকা ফোনে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। কোনও ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি পরিবারের। ফোন বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। উড়ো ফোনে মেয়েকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে হুমকি আসছে। সব বিষয়টি পুলিশকে বলেছি। পুলিশ মেয়েকে উদ্ধার করে দেবে বলে আশায় আছি।'

অন্যদিকে এই ঘটনা পর গ্রামের মহিলাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পাচারের ঘটনায় উদ্বিগ্ন মহিলারা। আয়াতুন বিবি, মনোয়ারা বিবি বলেন, 'এরকম ঘটনা আগে গ্রামে ঘটেনি। কিন্তু এসমাতারা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমরা ভয়ে আছি। আমাদের ঘরেও মেয়ে আছে। স্কুলেও যায়। কিন্তু এখন তারাও বাড়ির বাইরে বেরোতে চাইছে না।' এই ঘটনা জেলা চাইল্ড লাইনে নথিবদ্ধ করেছে ছাত্রীর পরিবার। চাইল্ড লাইন মিসিং পার্সন ব্যুরোতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

বিপন্ন মানসিক রোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি : হোমে থাকা মানসিক রোগীদের উপর অত্যাচার বহু দিন ধরে চলে আসছে। এটা নতুন কিছু নয়। ঠিক এই রকমের ঘটনা ঘটল সোনারপুরের এলাচিতে জে জীবনজ্যোতি ফাউন্ডেশন মানসিক পুনর্বাসন কেন্দ্রের আবাসিকদের উপর। নির্মম অত্যাচার, আধপেটা খেতে দেওয়া, নিম্ন মানের রান্না সব কিছু মিলিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল কেন্দ্রের কর্মচারি সহ মালিকদের বিরুদ্ধে। নিষ্ঠুর ভাবে আবাসিকদের হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে রাখা, মারধর করা হত আবাসিকদের উপর। সোমবার ৩০ জানুয়ারি ব্যাপক ভাবে গন্ডগোল হওয়ার পর আবাসিক অভিলাষ চক্রবর্তী এবং তার মা সুজাতা চক্রবর্তী এই নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোনারপুর থানায় অভিযোগ করে। এরপর পুলিশ কেন্দ্রের মালি দীপঙ্কর রায় ওরফে গোবিন্দ রায়সহ ২ কর্মচারি রনদীপ চক্রবর্তী ও সোমনাথ মিত্রকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের মঙ্গলবার আদালতে তোলা হলে ২০০০ টাকার বন্ডে জামিন হয়। অন্যদিকে সোমবার রাতে অর্থাৎ ঘটনার দিন অবাসিক কেন্দ্র থেকে লাঠি শিকল উদ্ধার করেছে পুলিশ। আবাসিক অভিলাষ চক্রবর্তী ও তার মা সুজাতা চক্রবর্তী দুজনেই কসবার বাসিন্দা। সোমবার রাতে তিনি পুলিশকে জানান। সোনারপুর থানায় ও বারুইপুর এস ডি পি ও অর্ক ব্যানার্জ্জী ও মহকুমা শাসক শ্যামা পারভীনকে জানান। সোনারপুর থানা আরেস্ট করেছে।

নিত্য অটো দুর্ভোগ অফিস যাত্রীদের

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : গড়িয়ায় প্রতিদিনই দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে অটো যাত্রীদের। অথচ অভিযোগ শোনবার মতো কেউ নেই। বরং রাজনৈতিক মদতে অটোচালকদের দাদাগিরি চরম পর্যায় গিয়ে পৌঁছেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা নামলে গড়িয়ায় কবি নজরুল মেট্রো স্টেশন লাগোয়া অটো স্ট্যান্ড থেকে নির্দিষ্ট রুটে যাওয়ার জন্য অটো পাওয়া যায় না। প্রায় ৭০ শতাংশ অটো কাছাকাছি রুটে ভাড়া খাটছে। গাড়ির সামনে গড়িয়া থেকে বারুইপুর বা সোনারপুর যাওয়ার বোর্ড লেখা থাকলেও শুধুমাত্র বেশি লাভের আশায় অটো চলছে কাটা রুটে। অথচ ভাড়া নেওয়া হচ্ছে একই হারে। গড়িয়া থেকে হিন্দুস্থান, মহামায়াতলা, বড়জোর কামাল গাজী পর্যন্ত যেতে আগ্রহী অটোচালকরা। অফিসযাত্রীদের করুণ আবেদনও এদের কাছে ব্রাত্য। হাতে গোনা কয়েকটি অটো বারুইপুর ও সোনারপুরে যাতায়াত করে।

আইএনটিটিইউসি ইউনিয়নের কর্তাদেরও চালকরা একেবারেই মানতে রাজি নয়। এমনকি স্থানীয় নেতা বা কাউন্সিলরদের অমান্য করে অমানবিক অটোচালকদের দৌরাত্ম্য ক্রমশ বাড়ছে। অটোচালকদের সাফ কথা, 'আমরা আমাদের নিজেদের আইনে গাড়ি চালাব। যদি পারেন ইউনিয়নকে জানাতে পারেন। দরকার হলে গাড়ির নম্বর নিয়ে অভিযোগ করুন, ফোন নম্বর নিন আপনি যা পারেন করুন।' অসহায় ইউনিয়নের সেক্রেটারি বলেন, 'দিনের পর দিন ওদের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে ঝগড়া করা যায় না।' এর উপর গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো অটো ও টোটোর মধ্যে ঝামেলা লেগেই রয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার আই এনটি টি ইউসির সভাপতি শক্তিপদ মন্ডল সোনারপুরে সাম্প্রতিক অটো–টোটো দ্বন্দ্বের পর একটি শক্ত পোক্ত তেরো জনের কমিটি গঠন করেন। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি। পুলিশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রকাশ্যে ৬জন করে অটোতে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া চলছেই। অটোচালকদের এত বাড়বাড়ন্ত কেন? স্থানীয় অটোযাত্রীদের বক্তব্য এই সব অসাধু অটোচালকদের দিয়েই জনসভায় ভিড় বাড়ানো হয়। এদের দিয়েই চলে মিটিং, মিছিল, পোস্টার মারা ইত্যাদি রাজনৈতিক কর্মকান্ড। ফলে এরা নিজেদের শাসকদলের কর্মী হিসেবে দাবি করে যা খুশি তাই করার অধিকার পেয়ে যায়। রাজনৈতিক নেতারা মুখে হম্বিতম্ব করলেও আসলে এই অটোতে করেই প্রচারে বের হন। এর পাশাপাশি পুলিশ এই পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে নিজেদের ফায়দা তুলতে ব্যস্ত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশ কর্মীদের মতে এর দ্বারা যেমন অযথা রোষের হাত থেকে বাঁচা যায় তেমনই দুপয়সা কামানো যায়। এর উপর রয়েছে রাজনৈতিক দলের তহবিলের প্রশ্ন। এই সব অটোচালকরাই ওই তহবিলকে পুষ্ট করেন। ফলে নিত্যযাত্রীদের চেয়ে অটোচালকরাই স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের অনেক বেশি কাছের। পরিবহন মন্ত্রী থেকে শুরু করে মোটর ভেহিকেলসের কর্তারা যতই ফোঁস করুন না কেন আসলে তারা ঠুঁটো জগন্নাথ। অতএব নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ কমার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে মানুষের ক্ষোভ দানা বাঁধতে বেশি সময় লাগবে না। যেদিন হয়তো খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে এসে সামাল দিতে হবে। যন্ত্রণাকাতর নিত্যযাত্রীদের ধারণা সেই দিন আর বেশি দূরে নয়। অচিরেই ক্ষোভের আগুন জ্বললো বলে।

বিবিআই টির বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

কুনাল মালিক : দক্ষিণ শহরতলির বজবজ থানার অন্তর্গত বিবিআইটি পাবলিক স্কুলের উদ্যোগে গত ২৮ জানুয়ারি ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। কয়েক হাজার ছাত্র–ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অভিভাবক–

অভিভাবিকাদের জন্যও ছিল বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার পর সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিবিআইটির কর্ণধার বিশিষ্ট সমাজসেবী জগন্নাথ গুপ্তা সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মানস বাড়ুই।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে কোন্দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণ ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে চলে এল। পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর রাজর্ষি দাসের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজে বাধা দেওয়া হুমকির অভিযোগ তুলেছেন দলের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পুতুল হালদার। বৃহস্পতিবার ঘটনার প্রতিবাদে ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডের হাজারখানেক মানুষ পুরসভার চেয়ারপার্সন মীরা হালদারের কাছে ডেপুটেশন দেন। ডেপুটেশনের পাশাপাশি পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখায়। অবিলম্বে অভিযুক্ত কাউন্সিলরের অপসারণ দাবি করেছেন বিক্ষোভকারীরা। তবে সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন অভিযুক্ত কাউন্সিলর রাজর্ষি দাস। তিনি বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমি উন্নয়নের পক্ষে। আজ কেন পুরসভায় বিক্ষোভ হচ্ছে বলতে পারব না।' তবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ নিয়ে রাজর্ষিবাবু প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন, 'পুর স্বাস্থ্য ভবন হওয়ার যে শর্ত, সেই শর্ত মেনে কাজ হচ্ছে না। পুরসভাকে আবারও বিষয়টি নয়ে ভাবতে বলব।' চেয়ার পার্সন মীরা হালদার বিক্ষোভ সম্পর্কে কিছুই বলতে চান নি।

মাস দুই আগে থেকে পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পিরিচপুরে পুর স্বাস্থ্য ভবন তৈরি শুরু হয়। এর জন্য ২৬ শতক জায়গা বরাদ্দ হয়। কিন্তু এই স্বাস্থ্য ভবনে নির্মাণ কাজ নিয়ে দলের কাউন্সিলরদের মধ্যে মতবিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নিজের এলাকায় এই স্বাস্থ্য ভবন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা না হওয়ায় বিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে। বুধবার রাজর্ষি

দাস–সহ কয়েকজন মিলে নির্মাণকর্মীদের হুমকি দেন ও কাজ বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ। এদিন সেই অভিযোগের পুরসভায় পোস্টার নিয়ে স্লোগান তুলতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। বেশ কয়েক দফায় বিক্ষোভ হয়। পরে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ পুরসভায় যায়। এ প্রসঙ্গে ডায়মন্ড হারবার শহর বিজেপির সভাপতি দেবাংশু পণ্ডা বলেন, 'তৃণমূলের খাওয়াখাওয়ির জেরে এই কান্ড। অবিলম্বে পুরসভার চেয়ারপার্সন হস্তক্ষেপ করুক।'

থিমের রমরমা সরস্বতী পুজোতেও

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ধনবেড়িয়া এলাকায় সরস্বতী পুজোর থিমের ছড়াছড়ি। প্রত্যেক বছর সরস্বতী পুজোকে ঘিরে মেতে ওঠেন এই এলাকার বাসিন্দারা। এবং এলাকার ক্লাবগুলোর মধ্যে চলে সুস্থ প্রতিযোগিতা। এবারও মন্ডপ ও প্রতিমাকে চমক দিতে প্রস্তুত ভ্রাতৃসংঘ। এই এলাকার ক্লাবের পুজো ৬১ বছরে পড়ল। মন্ডপ এবং প্রতিমা তৈরি হয়েছে কাঠের ভুসি ও কাঠের চোকলা দিয়ে। তবে মন্ডপ তৈরি হয়েছে পুরনো মন্দিরের আদলে। ক্লাবের সম্পাদক লখিন্দর দাস বলেন, 'এখানে প্রতিমা থাকবে ছ'দিন। পুজোর পাশাপাশি প্রতিদিন থাকবে ক্যুইজ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করারও পরিকল্পনা রয়েছে।' পাশেই আমরা সবাই ক্লাবের পুজো ১৯ বছরে পড়ল। এখানে প্রতিমা তৈরি হয়েছে কয়েক লক্ষ বোতাম দিয়ে। আর রথের আদলে তৈরি হয়েছে মন্ডপ। এখানে ঘোড়ার বদলে রথ টানতে দেখা যাচ্ছে রাজহংসকে। পুজোর কটাদিন এখানেও থাকে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তবে পূর্ব পাড়া ঐক্য সম্মেলনী ক্লাবের পুজোও এবার ২৪ বছরে পা রাখল। এখানকার প্রতিমা একেবারেই মাটির তৈরি সাবেকি। মন্ডপ তৈরি হয়েছে প্লাস্টিক বোতল ও পরিত্যক্ত সিডি ক্যাসেট দিয়ে। মন্ডপ নির্মাণেও বুদ্ধ মন্দিরের ছোঁয়া রাখা হয়েছে। এখানেও পুজোর দিনগুলোতে থাকবে নানান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মহানগরে

খরচ বাঁচাতে শহরের পেভার ব্লকের দফারফা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থা মূল কলকাতা ও অ্যাডেড এরিয়ার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের ফুটপাত রঙিন পেভার ব্লকে মুড়েছে। আর তাতে শহরবাসীর পথচারিদের হাঁটার অতীব দৃষ্টিনন্দন জায়গা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু পাল্লা দিয়ে বিপত্তি বেড়েছে। অসংখ্য শহরবাসী উঁচু–নিচু ফুটপাতে বা রাস্তায় হোঁচট খেয়ে অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে ছুটছেন। ওই বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য হাঁটতে গিয়ে অসমান ফুটপাথে পা পড়ে বা পা মচকে শহরবাসী বিপদ ডাকছেন। তাদের বক্তব্য, হাড় ভাঙার থেকেও বিপজ্জনক হল লিগামেন্টের এই চোট। কারণ, আঘাতে লিগামেন্ট ছিঁড়লে সেখানে 'ফাইব্রাস টিস্যু' তৈরি হয়। যেটির ইলাস্টিসিটি নেই। ফলে গোড়ালি নাড়াচাড়ার সময় ওই টিস্যুতে ব্যথা হয়। হাড়ভাঙা বা চোট ধরা পড়লে প্লাস্টার করলে নির্দিষ্ট সময়ের পর রোগী সুস্থ হবেন।

কিন্তু, লিগামেন্টের চোট ঠিকভাবে চিহ্নিত করে সেটির দ্রুত চিকিৎসা করা না হলে ব্যথা সারা জীবন থেকে যাবে। তাহলে এখানে প্রশ্ন জাগে, রঙিন দৃষ্টিনন্দন পেভার ব্লকের ফুটপাত তৈরির পদ্ধতিতে ত্রুটিটা কোথায়? মাদার টেরিজা সরণি (পার্ক স্ট্রিট), শেকসপিয়র সরণি (থিয়েটার রোড), বেহালা ঠাকুরপুকুরের জেমস্ লঙ সরণি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড ইত্যাদির মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ফুটপাত তৈরির ত্রুটি এই সমস্যার মূল কারণ। প্রকৃত পক্ষে, পেভার ব্লক বসানোয় অনিয়ম হচ্ছে। বালির ওপর পেভার ব্লক বসানোর আগে বালিকে ভালো ভাবে প্রয়োজন মতো জল দিয়ে ভিজিয়ে সেটাকে শক্ত করে সমান ভাবে পিটিয়ে তার ওপর পেভার ব্লক লাগানোই নিয়ম। কিন্তু কলকাতায় খরচ বাঁচাতে শুকনো নরম বালির উপরই পেভার ব্লক সেট করে দেওয়া হচ্ছে। দ্রুত আবার অল্প বালিতে কম খরচে কাজ সারতে গিয়েই এটা করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ, কিছু দিন বাদেই পায়ের চাপে একাধিক জায়গার বালি বসে যাচ্ছে। তখনই রঙিন পেভার ব্লকগুলি অসমান হয়ে পড়ছে। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, শহরের ফুটপাথের কোথাও সমস্যা থাকলে সে জায়গাগুলি নির্দিষ্টভাবে আমাদের দেখিয়ে দিন। কথা দিচ্ছি, দ্রুততার সঙ্গে কাজ হবে। এবং পথযাত্রীদের যাতে কোনও অসুবিধা হয় সেদিকে নজর রাখা হবে।

বাঙালি কন্যার হাতে লালিত হচ্ছে তেলেগু ঘরানার কুচিপুডি নৃত্য

পার্থসারথি গুহ : তেলেগু সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘরানা কুচিপুডি নাচ। ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পের অন্যতম অংশও বটে। সেই তেলেগু সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণে এখন এক বাঙালি কন্যা। বিবাহসূত্রে শ্রীময়ী অবশ্য ভেমপট্টি পদবি ব্যবহার করেন। তাঁর গুরু প্রয়াত পদ্মভূষণ ড. ভেমপট্টি চিন্নাসত্যমের প্রয়াণের পর এখন চেন্নাইয়ের কুচিপুডি আকাদেমির ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাঁর শিক্ষায় ব্রতী হয়ে কুচিপুডি নাচ শিখছেন দক্ষিণ ভারত তো বটেই সারা দেশের অগণিত ছাত্রছাত্রী। আর সংস্কৃতির পীঠস্থান বাংলাও বা পিছিয়ে থাকবে কেন। শ্রীময়ীর সুযোগ্য শিক্ষার অঙ্গনে নিজেদের মেলে ধরছেন অনেক বাঙালি ছাত্রছাত্রীও। সম্প্রতি কলকাতার রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে ভারতীয় নাচের জগতের কিংবদন্তী পুরুষ উদয়শঙ্কর নৃত্য উৎসব–২০১৭–র মঞ্চকে আলোকিত করে তুলল শ্রীময়ী ভেমপট্টি ও তাঁর টিম কুচিপুডি। বস্তুত কলকাতায় অতিথি হিসেবে আসা চেন্নাইয়ের এই গ্রুপটি তিনটি বিশেষ ধরণের নৃত্যানুষ্ঠান তুলে ধরে। এর মধ্যে প্রথমেই ছিল 'জয়মু জয়মু'র মাধ্যমে দেবী সরস্বতীর বন্দনা। এর ঠিক পরেই ' শিব অষ্টাকম' অর্থাৎ শিবস্তোত্রের ওপর একক নৃত্যানুষ্ঠান করে দর্শক ও বিভিন্ন কৃতীদের রীতিমতো বিমুগ্ধ করে তোলেন শ্রীময়ীর মেয়ে কামেশ্বরী লক্ষ্মী। দর্শকদের মধ্যে এমন গুঞ্জনও শোনা যায়, এত ছোট মেয়ে এইরকম গুরুগম্ভীর একটি নাচ তুলে ধরল, সত্যি ভাবাই যায় না। সবথেকে বড় কথা মামার বাড়ির শহরে প্রথম অনুষ্ঠানেই কামেশ্বরী যেভাবে মাতিয়ে তুললেন তা অনবদ্য। আগামী দিনের এক বড় শিল্পী হয়তো লুকিয়ে আছে তার মধ্যে, এমন প্রদর্শনই করল ছোট্ট লক্ষ্মী। সবশেষে শ্রীময়ী ভেমপট্টি ও তাঁর টিমের

'মহিষাসুর মর্দিনী' মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল দর্শকদের। নৃত্যানুষ্ঠানের অব্যবহিত পরে শ্রীময়ীকে কিছু বলার আহ্বান জানানো হয় রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমির পক্ষ থেকে। তাঁর আগে অবশ্য এই তথ্য উন্মোচিত হয়ে যায় যে এখনকার ভেমপট্টি শ্রীময়ী আসলে শ্রীময়ী দে সরকার হিসেবে নব্বইয়ের দশকের একদম গোড়ায় রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমির দ্বারা পুরস্কৃত হন। সেই থেকে রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমির সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছে শ্রীময়ীর। নিজের শহরে অনুষ্ঠান করতে এসে তিনি যে আপ্লুত তাও আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে তুলে ধরেন শ্রীময়ী। তাঁর নৃত্য জীবনের শুরু যাঁর হাত ধরে সেই থাঙ্কামনি কুট্টিও এদিন হাজির ছিলেন রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে। শুরুতেই নিজের এই গুরুকে কুর্নিশ জানাতে ভোলেন নি শ্রীময়ী।

ভারতীয় নৃত্যশিল্পের প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব উদয়শঙ্করের স্মরণে প্রতি বছরের মতো এবছরও শুরু হল উদয়শঙ্কর নৃত্য উৎসব–২০১৭। উদ্বোধন করলেন উদয়শঙ্করের সুযোগ্যা কন্যা মমতাশঙ্কর। এছাড়াও উদ্বোধনী মঞ্চে সামিল হয়েছিলেন অলকানন্দা রায়, অমিতা দত্ত, অনিতা মল্লিকের মতো কৃতী নৃত্যশিল্পী। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমির অতিরিক্ত সচিব পিয়ালি সেনগুপ্ত। নৃত্যশিল্পী তথা অভিনেত্রী মমতাশঙ্কর যথারীতি আবেগবিহ্বল ছিলেন ভারতীয় নৃত্য জগতের প্রবাদ পুরুষ পিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে। তবে তাঁর যে কথাটি দর্শকমন থেকে শিল্পীমহল সবার কাছে দাগ কেটে গেল তাহল, উদয়শঙ্করের জন্মদিন অর্থাৎ ৮ ডিসেম্বর থেকে যেন এই উৎসব শুরু হয়। সমবেত সবাই সমস্বরে মমতাশঙ্করের এই দাবির প্রতি তাঁদের সম্মতি ব্যক্ত করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিবিজড়িত দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের আবাসিকদের হাতে তৈরি সরস্বতী দেবীর জুটের সাজ মন কাড়ল সকলের।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ৪ ফেব্রুয়ারি – ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

আপনি আচরি ধর্ম

সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভা শুরুর ঠিক প্রাক মুহূর্তে সর্বদলীয় বৈঠক ও বিএ (বিজনেস অ্যাডভাইসারি) কমিটির সভা বয়কট করে বিরোধীরা। কংগ্রেস, সিপিএম সহ বামদলগুলি তো বটেই, বিজেপি বিধায়কদেরও একই পথে হাঁটতে দেখা যায়। এই ভিন্ন মেরুর দলগুলির এক হয়ে শাসক বিরোধী মনোভাবে যারপরনাই চটেছে সরকার, তা বলাইবাহুল্য। পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় গণতন্ত্রের দোহাই তুলে বলছেন এভাবে বয়কটের পথে হেঁটে মোটেই ঠিক করছেন না বিরোধীরা। গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে সকলের সহযোগিতা ও সমান অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে। পরিষদীয় মন্ত্রী যখন একথা বলছেন তখন তাঁর কী স্মরণে থাকছে না যে, লোকসভার বাজেট অধিবেশনের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও সাধারণ বাজেটের অধিবেশন উপর্যুপরি বয়কট করে একই অশোভনতার মুখে পড়েছেন তৃণমূল সাংসদরা। সারা দেশে তো অনেক রাজনৈতিক দল আছে। মোদি বিরোধিতায় তাঁদের মধ্যে অনেকেই তৃণমূলের মতো দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন। কিন্তু বাজেট অধিবেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সেশন বয়কট করার অসামাজিক রাস্তায় তাঁরা কিন্তু হাঁটেন নি। কারণ তাঁরা জানেন, একটি দেশের বাজেট পেশ নিয়ে শুধু ভারতের অভ্যন্তরেই নয়, সারা বিশ্বের নজরে থাকে। সেই অধিবেশন বয়কট করা মানে গণতন্ত্রের ভিতকে দুর্বল করে তোলা, দেশের মর্যাদার পক্ষেও যা যথেষ্ট হানিকর। তাও সেই শিষ্টাচার মানেন নি তৃণমূল সাংসদরা। মোদি বিরোধিতার দায়বদ্ধতা থাকতেই পারে, তা বলে সংসদীয় ব্যবস্থার মর্যাদা করা তো শিখতে হবে। অথচ সেই একই দল রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন আরম্ভের প্রাক্কালে সর্বদলীয় বৈঠক ও বিএ কমিটির সভা বয়কট করা বিরোধীদের শিষ্টাচার যখন শেখাতে যায় তখন তাকে দ্বিচারিতা ছাড়া আর কি বা বলা চলে। হয়তো পরিষদীয় মন্ত্রীর নিজের বক্তব্য নয় এটা। কারণ একজন শিক্ষিত মানুষ হিসেবে তিনি সংসদীয় রীতিনীতি বা আচার আচরণ ভালোই বোঝেন। দলীয় লাইন মেনেই হয়তো তাঁকে বিরোধীদের তিরস্কার করতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এতে আদতে রাজ্যের শাসক দলের ভাবমূর্তি কী খুব উজ্জ্বল হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে। এমনকি তৃণমূলের অনেক নেতানেত্রীও রাজনৈতিক বিরোধিতার পাশাপাশি শিষ্টাচারের প্রোটোকল মেনে চলায় বিশ্বাসী। তাঁদেরও নিঃসন্দেহে খারাপ লেগেছে বাজেট অধিবেশন এভাবে বয়কট করার দলীয় সিদ্ধান্ত। সেক্ষেত্রে এ রাজ্যের বিরোধীরা নতুন কিছু করছেন না। সেই এক অশিষ্টাচারের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখছেন তাঁরা। এক্ষেত্রে রাজ্যবাসী কি ভাবছেন, বা দেশের কাছে কি বার্তা গেল তা নিয়ে হেলদোল নেই রাজ্যের কোনও দলেরই।

অমৃত কথা

সে স্থলে জাত্যাভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই থাকে। কিন্তু যেখানে প্রজানিয়মিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন করে সে স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ ব্যবধান নির্মিত হয় এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্যাল্পকালে বিজিত জাতির বহুকল্যাণসাধনে সমর্থ, রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা ব্যয়িত হয়। প্রজাতন্ত্র রোমাপেক্ষা সম্রাড়ধিষ্ঠিত রোমকশাসনে বিজাতীয় প্রজাদের সুখ অধিক এজন্যই হইয়াছিল। এজন্যই বিজিত

ইহুদীবংশসম্ভূত হইয়াও খ্রিস্টধর্মপ্রচারক পৌল কেশরী সম্রাটের সমক্ষে আপনার অপরাধ বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যক্তিবিশেষ ইংরাজ কৃষ্ণবর্ণ বা 'নেটিভ' অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল, ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমাদের আপনার মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক জাতিগত ঘৃণাবুদ্ধি আছে এবং মুর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে ব্রাহ্মণেরা যে শুদ্রদের 'জিহ্বাচ্ছেদ, শরীরভেদাদি পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পারে?

প্রাচ্য আর্যাবর্তে সকল জাতির মধ্যে সামাজিক উন্নতিকল্পে কিঞ্চিৎ সদ্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, মহারাষ্ট্রদেশে ব্রাহ্মণেরা 'মারাঠা' জাতির যে সকল স্তবস্তুতি আরম্ভ করিয়াছেন, নিম্ন জাতিদের এখনও তাহা নিঃস্বার্থভাব হইতে সামুত্থিত বলিয়া ধারণা হইতেছে না। কিন্তু ইংরাজ সাধারণের মনে ক্রমশঃ এক ধারণা উপস্থিত হইতেছে যে, ভারতসাম্রাজ্য তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরাজজাতির সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব যেন-তেন-প্রকারেণ ভারতে ইংলন্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে। এই অধিকাররক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইংরাজজাতির 'গৌরব' সদা জাগরূক রাখা। এই বুদ্ধির প্রাবল্য ও তাহার সহযোগী চেষ্টার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া যুগপৎ হাস্য ও করুণরসের উদয় হয়। ভারতনিবাসী ইংরাজ বুঝি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, যে বীর্য অধ্যবসায় ও স্বজাতির একান্ত সহানুভূতি বলে তাঁহারা এই রাজ্য অর্জন করিয়াছেন, যে সদাজাগরূক বিজ্ঞান সহায় বাণিজ্য বুদ্ধি বলে সর্বধনপ্রসু ভারতভূমিও ইংলন্ডের প্রধান পণ্যবীথিকা হইয়া পরিয়াছে, যতদিন জাতীয় জীবন হইতে এই সকল গুণ লোপ না হয় ততদিন তাঁহাদের সিংহাসন অচল। এই সকল গুণ যতদিন ইংরাজে থাকিবে এমন ভারতরাজ্য শত শত লুপ্ত হইলেও শত শত আবার অর্জিত হইবে।

ফেসবুক বার্তা

ঐতিহ্য বনাম সুপ্রিম কোর্ট

নির্মল গোস্বামী

ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্ম, জাত-সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। কবি তাই বলেছেন বিবিধের মাঝে মিলন মহান। কি যে সেই মিলন? এই প্রশ্নে অনেকেই থতমত খেয়ে যাবে। সত্যিই তো জাতীয় সংগীত গাইছি, শুনছি, কিন্তু যে ভারত ভাগ্য বিধাতার জয়গান গাইছি তিনি কে?আমরা তো ভারতের ভিতর কেউই ভারতবাসী নই। কেউ বাঙালি, কেউ বিহারি, কেউ ওড়িয়া, কেউ তামিল, কেউ অসমিয়া। আমাদের সাধারণ যোগসূত্রটা কোথায়? কিসের টানে আমরা ভারতবাসী বলে গর্ব করি— সেটা না জানলে না মানলে ভারত দুর্বল হবে আমাদের বিবিধতা বিষিয়ে উঠবে। আমরা সকল প্রদেশের অধিবাসীরা ভারতের সংবিধান মেনে নিয়ে আমরা ভারতবাসী। অর্থাৎ বাঙালি+সংবিধান=ভারতীয়, বিহারি+সংবিধান=ভারতীয়।

আর আমাদের পবিত্র সংবিধানের শুদ্ধতা রক্ষার দায় যার উপর বর্তায় সেই প্রতিষ্ঠানের নাম সুপ্রিম কোর্ট। এই সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু বাংলা, বিহার, দিল্লি, অসম, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি কোনও অঙ্গ রাজ্যের নয়। তা একান্ত ভারতের, ভারতবর্ষের। কোনও প্রাদেশিক পক্ষপাতের নূন্যতম সুযোগ সেখানে নেই। ভোটে জেলা সরকার দ্বারা তৈরি আইনের বৈধতা নিরূপণ করে সুপ্রিম কোর্ট। সংবিধান দ্বারা স্থিরীকৃত ভারতীয়দের মৌলিক অধিকার এতটুকু যাতে ক্ষুন্ন না হয় তার জন্য সদা সতর্ক থাকে সুপ্রিম কোর্ট।

যে কোনও আইনের ব্যাখ্যা বা সংবিধানের কোনও ধারা উপ ধারার ব্যাখার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হল সুপ্রিম কোর্ট। তাই সুপ্রিম কোর্টের কোনও রুলিং বা ঘোষণাকে সকল রাজনৈতিক দল ও আম জনতা মান্যতা দিতে বাধ্য হয়। কারণ তা না হলে ভারতীয়দের সাধারণ কোনও বন্ধন থাকবে না। অনেকটা মহাকাশীয় নিয়মের মতো। সূর্য যেমন মহাকর্ষজ বল দ্বারা সমস্ত

গ্রহদের ধরে রেখেছে ঠিক তেমন ভাবে বহু বৈপরীত্য নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যগুলোকে ভারতের কেন্দ্রের দিকে ধরেছে।

তাই সুপ্রিম কোর্টের মর্যাদা ক্ষুন্ন হলে ভর কেন্দ্রের তারতম্য ঘটে যাবে। তখন কে কোথায় ছিটকে পড়বে তার খোঁজ পাওয়া যাবে না।

ইদানিং বড় অশুভ সংকেত আসছে আমাদের কাছে। তামিলনাড়ুতে 'জাল্লিকাট্টু' নিয়ে যা ঘটল তা নাগরিক সমাজের কাছে অত্যন্ত লজ্জার। আমরা জানি আম জনতা যখন কোনও বিষয়ে এক মত হয়ে মাঠে নামে তখন তাদের বিচার বুদ্ধি লোপ পায়। জনতার ভিড় যত বাড়ে গোঁ ততই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে। তারা তখন ভারতের সংবিধান সুপ্রিম কোর্টের মর্যাদার কথা ভুলে যায়। উন্মত্ত মব'-এর কাছ থেকে এর বেশি আশা করা যায় না। কিন্তু যারা প্রথম শ্রেণির সেলিব্রেটি, যারা এই দেশ থেকে প্রভূত অর্থ, সম্মান পেয়েছেন নিজ গুণে সেই তাঁরা যদি এই দেশের সংবিধান-সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে গিয়ে মব-এর সুরে গলা চড়ায় তখন অবাক লাগে বইকি।

বিশ্বের নাম করা দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দ এবং অস্কার জয়ী সংগীতকার এ আর রহমান জাল্লিকাট্টুর সমর্থনে ঐতিহ্যের দোহাই দিয়েছেন। কোন সমাজে কোন প্রথা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে তাকেই যদি ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে চালু রাখার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয় তাহলে তো সমাজে পরিবর্তন বলে শব্দটাই তুলে দিতে হবে।

আমরা এতো দিন জেনে এসেছি যে যুগের প্রয়োজনে সভ্যতার গতি পথে কিছু হারিয়ে যায়। প্রথা, সংস্কার, সামাজিকতা, আইন, মানবতাবোধ সব পাল্টে যায় সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে। কত জনগোষ্ঠী নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কত সভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। তার জন্য মানব সমাজ বসে বসে হা হুতাশ করে দিন কাটায় না। প্রাচীন ঐতিহ্য মানেই যে এ যুগের উপযোগী হবে এমন কোনও কথা নেই। পুরনো ধ্যান ধারণা নতুন সামাজিক ব্যবস্থায় যখন বেমানান ঠেকে তখনই তাকে বর্জন করে এসেছে মানুষ। প্রাচীন ঐতিহ্য ধরে রাখতে চাইলে আমাদের তো কাপড় পড়া ছেড়ে দিতে হয়। মানুষ তো এককালে উলঙ্গ হয়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। অথবা কাঁচা মাছ মাংস কিংবা ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। দাসপ্রথা মানে পশুর মতো মানুষ বেচা কেনার হাট বসাতে হয়। এককালে রোমে দুজন কৃতদাসের আমরণ লড়াই দেখে উপভোগ করত মানুষ। সেই গ্ল্যাডিয়েটারের লড়াই আবার

ফিরিয়ে আনতে হয়। আমাদের দেশের কত কুসংস্কারকে বর্জন করে তবে আমরা সভ্য হয়েছি বলে মনে করি। সতীদাহ প্রথাও একদিন ঐতিহ্য ছিল হিন্দুধর্মে। মাদ্রিও রাজা পান্ডুর সঙ্গে সহমরণে গিয়েছিল, সেই মহাভারতের যুগ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন সমাজে সতীদাহ প্রথা জাঁকিয়ে বসেছিল। রামমোহন তাহলে কি ভুল করেছিলেন। বহু বিবাহ কৌলিন্য প্রথা যেখানে একজন ৭০ বছরের বৃদ্ধ ৬ বছরের বালিকাকে বিবাহ করছে। এটাও কিন্তু তৎকালীন সমাজের ঐতিহ্য জেনেই সমাজ মেনে চলেছিল। কিন্তু সমাজ সংস্কারকরা নতুন মানবতার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিলেন। আর বিদেশি হলেও তারা সভ্য শাসক ছিল তাই তার প্রথার বিপরীতে গিয়ে আইন করে সতীতাহ প্রথা কৌলিন্য প্রথাবদ্ধ করেছিল এবং বিধবা বিবাহকে আইনসঙ্গত করেছিল।

কিন্তু আজকে সভ্যতার বড়াই করা শাসক যেমন ভোট ব্যাঙ্কের ভয়ে ঐতিহ্যের ধ্বজা উড়িয়ে একটা অমানবিক প্রথার সমর্থনে দাঁড়াচ্ছে, তারা সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণকেও অগ্রাহ্য করছে ,এইখানেই বিপদ লুকিয়ে আছে। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আন্তর্জাতিক বিধি। যেখানে গৃহপালিত জীবকে পীড়ন করাও আইন বিরুদ্ধ কাজ। নিজের সন্তানকে উৎপীড়ন করা দন্ডনীয়। গুরুমশাই ছাত্রকে কোনও রকম দৈহিক শাস্তি শুধু নয় ''বোকা'' বলেও তিরস্কার করতে পারবে না। আর একটা গরুকে ওইভাবে উত্তেজিত করে খেলা যেখানে খেলোয়াড়ের অঙ্গহানী এবং জীবন সংশয় প্রায় নিশ্চিত সেটাতো একশো শতাংশ অমানবিক। সভ্য যুগে অসভ্য খেলা চলতে দেওয়া উচিত নয়— এই সহজ সত্যটা না বোঝার কোনও কারণ নেই। অনেকের যুক্তি এই খেলার মধ্য দিয়ে তেজিয়ান গরু নির্বাচন করে তাকে দিয়ে বলশালী সন্তান উৎপাদন করে চাষের কাজে লাগানো হয়। প্রশ্ন হল কত শতাংশ চাষ হালের মাধ্যমে হয় ভারতে? লাঙ্গল তো গ্রাম থেকে উঠেই গিয়েছে। সংগ্রহশালায় গিয়ে তাকে খুঁজতে হয়। আর এই বিজ্ঞানের যুগে সুস্থ পশু খুঁজতে তাকে লড়াইয়ের ময়দানে নামাতে হবে কেন? ডাক্তারি পরীক্ষায় কি সুস্থ-অসুস্থ জানা যায় না?

লীলা রায়ের একটা গল্পে পড়েছিলাম ''বন থেকে জানোয়ার তুলে আনা যায়, কিন্তু জানোয়ারের মন থেকে বন তুলে ফেলা যায় না।'' জাল্লিকাট্টু আন্দোলন দেখে সেই ভাবে বলা যায় পোশাকে আশাকে যতই ভদ্র সাজিনা কেন আমাদের মনের পাশবিক প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারি নি। আমরা নিজেদের যতই গণতান্ত্রিক বলে ভাবি না কেন আসলে আমরা নিজেদের জেদকে ছাড়তে পারিনা। আমরা গণতন্ত্রের কাছে মাথা নত করব না, গণতন্ত্র আমাদের কাছে নত হবে। তাই তো আমরা সুপ্রিম কোর্টের রায়কে খারিজ করতে সংখ্যার উপরই ভরসা রাখি। যুক্তির উপর নয়। একথা জাল্লিকাট্টুর থেকে যেমন সত্যি তেমনি আমাদের রাজ্যে সিবিআই তদন্তের বিরুদ্ধাচারণের ক্ষেত্রেও সত্যি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নাকি আইন করছেন সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে তার থেকে মূল্য আদায় করা হবে। মূল্য দিয়ে সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ হয়তো বা সম্ভব। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আদেশ না মানার যে নিদর্শন তৈরি করছে কোথাও সরকারি দল কোথাও বা অসংগঠিত জনতা। জনমানসে এর যে প্রভাব তা অপনোদন হবে কি দিয়ে? রায় আমার পক্ষে না গেলেই আদালতের উপর আস্থা হারানো সুস্থ গণতান্ত্রিক বোধের পরিচয় নয়। রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্বাধীন সংস্থার উপর আস্থা হারানোর ডাক দেওয়া মানে পক্ষান্তরে দেশের মধ্যে নৈরাজ্যের বাতাবরণ তৈরি করা। আর তা থেকে যে শিকড় গেড়ে বসেছে তার প্রমাণ আমাদের রাজ্য সরকারের এবং আমরা হাতে গরমে পেতে শুরু করেছি। থানা পুলিশে আর আস্থা নেই মানুষের। গণতন্ত্রে আস্থা মানে বিশ্লেষণ করা। লোক জুটিয়ে হল্লা করা যায়। বা লোক জুটেছে বলেই তাতে সামিল হওয়া নয়। কারণ সংখ্যা দিয়ে সত্য বিচার হয় না।

খবরাখবর

ইলিশ বিলাসী বাঙালি মত্ত মিল্ক ফিশের আগমন বার্তায়

রিম্পি ঘোষ: কথায় বলে মাছে – ভাতে বাঙালি। বাঙালিদের অতি প্রিয় পদ হল মাছ। তাই মাছের নিত্য-নতুন রকমারি পদ নিয়ে আপামর বাঙালির আগ্রহের শেষ নেই। সেইজন্য নিত্য-নতুন রকমারি মাছ নিয়ে চলে গবেষণা। এমনই একটি মাছ হল 'মিল্ক ফিশ'। একে 'দুধ মাছ' বা 'চ্যানস মাছ' ও বলা হয়ে থাকে। ফিলিপিনসে

এই মাছ 'ব্যাঙ্গাস' ও ইন্দোনেশিয়াতে 'ব্যাংডেংগ' বা 'বলু' নামে পরিচিত। এটি মূলতঃ সমুদ্রের মাছ। এই 'চ্যানস মাছ' প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে বাস করে। এটি শাকাহারী প্রকৃতির মাছ। জলাশয়ের তলদেশে জন্মানো শৈবাল, ল্যাব-ল্যাব খেয়ে এদের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। ইলিশের মত দেখতে ও দেহে কাঁটার বিন্যাস থাকার জন্যই এদেরকে 'দাক্ষিণাত্যের ইলিশ' হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রায় ৮০০ বছর আগে এই 'মিল্ক ফিশ' অ্যাকোয়াকালচার ফিলিপিনসে শুরু হয় ও পরে তা ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ানে ছড়িয়ে পড়ে। ২০১৫ সালের জুন মাসে আই.সি.এ.আর – সিবা (সেন্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অফ সেন্ট্রাল ব্র্যাকিশওয়াটার অ্যাকোয়াকালচার) প্রথম প্রণোদিত প্রজনন ঘটানোর মাধ্যমে এই মাছের চারা তৈরীর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। সম্প্রতি হুগলী জেলার খামারগাছিতে মিষ্টি জলে এই 'মিল্ক ফিশ' – এর একটি প্রদর্শণী অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শণীতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'আই.সি.এ.আর – সিবা' – র কাকদ্বীপ গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বি'ানী ডঃ টি.কে. ঘোষাল, ফিস কালচার ডিভিসনের বি'ানী অরিত্র বেরা ও গৌরাঙ্গ বিশ্বাস, হুগলী জেলার মৎস্য দপ্তরের সহকারী মৎস্য অধিকর্তা ডঃ পার্থসারথী কুন্ডু, যুগ্ম বি.ডি.ও বাবলু সাঁতরা, এসি ফিস ও প্রণ ফার্মের অমলেশ চ্যাটার্জী প্রমুখ। অমলেশবাবু জানান, ১৯৯২ সাল থেকে তিনি এই মাছের চাষ করছেন। পেশায় তিনি মেকানিক্যাল ইঁিনিয়ার। তাঁর প্রায় ৫০ হেক্টর মাছের ভেরি আছে। হুগলীর পাশাপাশি তাঁর উত্তর ২৪ পরগণার হাড়োয়া, হাসানাবাদেও মাছের ভেরি আছে। তিনি সম্প্রতি আই.সি.এ.আর থেকে সেরার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

পূর্ব ভারত তথা হুগলী জেলাতে এই ধরনের মাছের প্রদর্শণী এই প্রথম এমনটাই দাবী অমলেশবাবুর। হুগলী জেলার মৎস্য দপ্তরের সহকারী মৎস্য অধিকর্তা ডঃ পার্থসারথী কুন্ডু জানান, 'সিবা'-র সহযোগিতায় চেন্নাই থেকে চারা নিয়ে আসা হয়েছে। প্রায় ২ সে.মি. – ৩ সে.মি. আয়তনের একেকটি চারা দাম প্রায় ৩.৫০। হ্যাচারী থেকে বিমানবন্দরে চারা পাঠিয়ে দেবে। এরপর চাষীদের বিমানবন্দর থেকে এই সকল চারা নিজেদের দায়ীত্বে আনতে হবে। প্রায় চার মাসের মাথায় এই মাছ আয়তনে প্রায় ৩০০ গ্রামের হয়ে যায় ও হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৪-৪.৫ টন হয়। তবে প্রায় ছয় বছর বয়স না হলে এই মাছ থেকে প্রজনন ঘটানো যায় না। বাজারে পাইকারীতে এই মাছের দাম কে.জি. প্রতি প্রায় ১৬০ টাকা। এই মাছটা খেতে অনেকটা ইলিশ মাছের মত স্বাদ। হুগলী জেলার মগরার জয়পুরে চ্যাটার্জী ব্রাদার্সের সঙ্গে কুন্তি নদীর ধারে প্রায় ১৫-১৬ বিঘা জমিতে এই মাছ চাষের পরিকল্পনা রয়েছে বলে পার্থসারথী কুন্ডু জানান।

ঘরে ফিরল ১৮ কিশলয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত কিশলয় হোমের ১৮ জন হারানো কিশোর হাসিমুখে ঘরে ফিরল। সরকারি হোমের ভিতর জীবন অতিবাহিত হতে হতে কেউ খুদে শিশু থেকে হয়ে উঠেছে কিশোর, কেউ আবার নাবালক থেকে যুবক। তবুও বাড়ির সঠিক ঠিকানা মেলেনি। পরিবারও পায়নি তাদের খোঁজ। জন্মভিটের ঠিকানাগুলো তাদের কাছে অস্পষ্ট। নিজেদের গ্রাম, বাড়ির উঠোন, খেলার মাঠের কোনও ছবি মনে করতে গেলেই অন্যমনস্ক হয়ে যায় তারা। গত মঙ্গলবার সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে তাদের ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হল। বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের হাত ধরে চোখের জল মুছতে মুছতে কিশলয় হোম থেকে ঘরের পথে রওনা দিল ১৮ জন কিশোর। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে এদের মধ্যে অর্ধেকই অন্য রাজ্যের। তারা কেউ অসম, দিল্লি, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার ও ঝাড়খন্ডের বাসিন্দা। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সমাজকল্যাণ দফতর, জেলা সিডব্লুসি (চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি) কর্তৃপক্ষ রাজ্যের এসসিপিসিআর (স্টেট কমিশন অফ প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইট) এবং একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই কিশোরদের বাড়ি ফেরাতে উদ্যোগ নেয়। বাড়ির ঠিকানা খোঁজ করা, সত্যতা যাচাই করা, বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, আবাসিকদের কাউন্সেলিং করা প্রভৃতি দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেহেতু ওই কিশোররা দীর্ঘদিন পরিবারের স্নেহ মায়া মমতা থেকে দূরে তাই ওই বিষয়গুলিকে জাগিয়ে তোলার জন্য ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাদের কাউন্সেলিং করে। জাগিয়ে তোলা হয় ঘরে ফেরার আগ্রহ।

এদিন সকাল থেকেই কিশলয় হোমের ছবিটা ছিল অন্য রকম। যেন মিলন মেলা চলছে। প্রত্যেকের বাবা মা এবং পরিবারের সদস্যরা এসেছেন তাঁদের হারানো সন্তানকে নিয়ে যেতে। হারানো কিশোররাও তাদের বাবা-মাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। এদিন সকালে তারা ঘুম থেকে উঠেই স্নান সেরে নিয়েছিল ঘরে ফিরবে বলে। সে এক অদ্ভুদ আনন্দ। কিন্তু, গাড়ি চেপে হোম ছেড়ে যাওয়ার সময় অন্যান্য আবাসিকদের দিকে তাকিয়ে তারা কেউই চোখের জল সামলাতে পারেনি। কারণ কম দিন তো নয়। অনেকগুলি বছর কেটেছে এই হোমেই। আবাসিক থেকে হোম কর্তৃপক্ষ সকলেই তাদের আত্মীয় পরিজন হয়ে উঠেছিল। ঘরে ফেরার আনন্দের সঙ্গেই হোম ছাড়ার বিষাদে দু'চোখ ভরে উঠেছিল জলে। এদিন স্টেট কমিশন অফ প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তীও উপস্থিত ছিলেন কিশলয় হোমে। ওই বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কো-অর্ডিনেটর মধুমিতা দত্ত বলেন, 'আমরা মোট ১৮ জনকে ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা করতে পেরে নিজেরাও গর্বিত। এখন যারা রয়ে গেল তাদেরকেও ফেরানোর ব্যবস্থা করব। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান অরবিন্দ দাশগুপ্ত বলেন, আমরা চাই প্রত্যেকেই নিজের ঘরে ফিরুক। সারা বছর ধরেই ফেরানোর প্রক্রিয়া চলে। এবার এই সংস্থাকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের সরকারের সঙ্গে তারাও বড় ভূমিকা পালন করেছে।

বিপ্লব সংঘের কৃষিমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পুজোর দিন নোদাখালি থানার বাওয়ালি বিপ্লব সংঘের মাঠে শুরু হল গ্রামীন কৃষিমেলা ও বাৎসরিক উৎসব। মেলা চলবে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

মেলার উদ্বোধন করেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, প্রধান আলোক পাত্র, সাংবাদিক কুনাল মালিক, প্রাক্তন প্রধান কানাই সাঁতরা, শিল্পী কল্যান দাস প্রমুখ। কৃষি, পুষ্প, মৎস্য, হর্টিকালচার, হস্তশিল্প, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, রক্তদান শিবির, সহ নানা স্টল ও আলোচনার ব্যবস্থা থাকছে মেলায়। মেলা কমিটির সম্পাদক নিখিল কুমার মাখাল সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মেলায় সকলকে সাদর আহ্বান করেছেন।

অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা কালচারাল সেন্টারের

দীপক ঘোষ, বজবজ : ৩১ জানুয়ারি কালচারাল ওয়েল ফেয়ার সেন্টার-এর উদ্যোগে বজবজ গভর্ণমেন্ট কোয়াটার্স-এর মাঠে ৪০তম বাগদেবীর আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। সন্ধ্যায় মূর্তী আভরণ উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে তিন দিনের অনুষ্ঠানের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পূজামন্ডপে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতা হয়।

উল্লেখযোগ্য প্রয়াত নৃপেন দাশগুপ্তর নামে একটি 'অ্যাম্বুলেন্স' দেওয়া পূজা কমটির পক্ষ থেকে নৃপেন দাশগুপ্তর পুত্র গৌতম দাশগুপ্ত জানান বজবজ মানুষের পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার হবে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব পুরপ্রধান শ্রীমতী ফুলু দে, কমলেশ সিং, সঞ্জয় শর্মা, বিধায়ক অশোক দেব, নৃপেন দাশগুপ্তর পত্নী অ্যাম্বুলেন্সের পরিষেবা দেওয়ার জন্য শুভ উদ্বোধন করেন।

অটো উল্টে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত বিশ্বনাথপুরে টাকি রোডের উপর মঙ্গলবার দুপুরে দ্রুত গতিতে আসা অটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পড়ায় মৃত্যু হয় এক পথচারী মহিলার। উত্তেজিত জনতা অটোটিতে ভাঙচুর করে। চালককে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মৃতার নাম শিখা রায় অধিকারী (৬০)। বাড়ি বিশ্বনাথপুরেই। অভিযোগ, মত্ত অবস্থায় তীব্র গতিতে গাড়ি চালাতে গিয়ে চালক নিয়ন্ত্রণ হারায়। অটোর নিচে চাপা পড়ে মারা যায় ওই মহিলা।

ম্যাটাডোর দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দত্তপুকুর থানার অধীনস্থ বারাকপুর রোডে সুভাষ নগর এলাকায় বুধবার সকালে ম্যাটাডোরের ধাক্কায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় জখম হয়েছেন একজন। মৃতের নাম রনি বিশ্বাস (১৮)। জখমের নাম পলাশ বাগ। তাদের বাড়ি আমডাঙা থানা এলাকায়। সুভাষনগর এলাকায় একটা ম্যাটাডোর আচমকা তাদের বাইকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যায় রনি। পলাশকে বারাসাত জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে নিয়ে যাওয়া হয় আরজিকর হাসপাতালে।

বীরভূম এক্সপ্রেস

ভুয়ো পরিচয়পত্রে কলকাতার ব্যাঙ্কে লেনদেনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমোদপুর : বীরভূম জেলার এক যুবকের ভুয়ো সচিত্র পরিচয়পত্র দিয়ে কলকাতার দুটি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট বানানো হয়। সেই অ্যাকাউন্টগুলিতে কোটি টাকার লেনদেন হওয়ায় আয়কর দফতরের চিঠি পায় সেই যুবক যার নামে দুটি ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বানানো হয়েছিল। আয়কর দফতরের চিঠি পেয়ে ঘুম উড়ে গিয়েছে বীরভূম জেলার আমোদপুর গ্রামের হাটতলার বাসিন্দা হিরন্ময় নাথের। হিরন্ময়ের নামে ভুয়ো সচিত্র পরিচয়পত্র বানিয়ে কলকাতার ভবানীপুরের আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ও বউবাজার ফেডারেল ব্যাঙ্কের শাখায় অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। কলকাতার ভবানীপুরের আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ও বউবাজার ফেডারেল ব্যাঙ্কের শাখার অ্যাকাউন্ট দুটিতে ২০১২ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার লেনদেন হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। একটি অ্যাকাউন্টে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ থেকে জুলাই ২০১৩ এবং অন্য অ্যাকাউন্টে জুলাই ২০১২ থেকে মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত লেনদেন হয়। ৫০ হাজার টাকার নিচে জমা পড়েছে। কিন্তু প্রতিবার তোলা হয়েছে কয়েক লক্ষ টাকা করে।

গতবছর আয়কর দপ্তর চিঠি দেয় হিরন্ময়কে। দুটি ভুয়ো ভোটার কার্ডে দুটি ঠিকানা কিন্তু ছবি একই ব্যবহৃত হয়েছে। একটিতে আমোদপুর, সাঁইথিয়া এবং অন্যটিতে ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা – ৭২ ঠিকানা লেখা আছে। নকল প্যান কার্ড ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ভোটের আসল সচিত্রপরিচয়পত্রে বানান Hirenmoy Nath। কিন্তু নকল সচিত্র পরিচয়পত্রে বানান লেখা হয়েছে Hiranmoy Nath। তেমনি দুটি অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে হিরন্ময়ের মায়ের নাম একটিতে প্রকৃতি নাথ, অন্যটিতে পারমিতা নাথ লেখা হয়েছে। হিরন্ময়ের কেবলমাত্র আমোদপুরে একটি ব্যাঙ্কে জনধন অ্যাকাউন্ট আছে। যে অ্যাকাউন্টে ১০০ টকা জমা আছে। স্থানীয় বাজারে মাছের দোকান দেয় হিরন্ময়। চার বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। স্ত্রী মুনমুন ও মা সোনালী নাথ। বাবা নরেন্দ্রচন্দ্র নাথ মুরারই বিদ্যুৎ দফতরের কর্মী।

৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ সিউড়ি আদালতে যায় হিরন্ময়। দুই ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের বিরুদ্ধে মামলা করবে। যারা অ্যাকাউন্ট চালুর সময় হিরন্ময়কে না দেখা সত্ত্বেও 'চিনি জানি সার্টিফিকেট' দিয়েছিল। সাঁইথিয়া থানার ওসি ও জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে আমোদপুর হাটতলার বাসিন্দা হিরন্ময় নাথ। আমোদপুর ফাঁড়ির পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ইলামবাজারের উত্তরকোনায় বাস উল্টে মৃত ৫, জখম ৪৫

অভীক মিত্র, ইলামবাজার : ১৪ জানুয়ারি শনিবার সকাল ১১টা থেকে ২২ জানুয়ারি রবিবার ভোর সাড়ে তিনটে। ব্যবধান মাত্র আট দিনের। তার মধ্যে বীরভূম জেলার ইলামবাজারে ঘটে গেল আরও এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। ইলামবাজারের উত্তরকোনা গ্রামের শালকা মোড়ের নয়ানজুলিতে ট্যুরিস্ট বাস পড়ে একই পরিবারের তিন সদস্য সহ মারা গেল পাঁচজন, জখম হয়ে চিকিৎসাধীন ৪৫ জন। ২২ জানুয়ারি রবিবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ ঘটে দুর্ঘটনাটি। মুর্শিদাবাদ জেলার হাজারদুয়ারী থেকে এক ট্যুরিস্ট বাস বীরভূম জেলার তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিয়ে বর্ধমান জেলার দূর্গাপুর ফিরছিল। ইলামবাজারের উত্তরকোনা গ্রামের শালকা মোড়ের কাছে পানাগড় – দুবরাজপুর ১৪ নং জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্যুরিস্ট বাসটি পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। যানজটে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে পানাগড় – দুবরাজপুর ১৪ নং জাতীয় সড়ক। স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে উদ্ধার করে জখমদের ইলামবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুবরাজপুর, ইলামবাজার থানার ওসি সহ ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। একই পরিবারের তিন সদস্য সহ মারা যায় পাঁচ জন। মৃতদের নাম কার্তিক মিশ্র (৪৫ বছর), সান্তা মিশ্র (৪০ বছর), পূজা মিশ্র (১৭ বছর), রাহুল মাহারা (১৭ বছর), ভারতী ঘোষ (৪৮ বছর)। মৃত কার্তিক ও শান্তা মিশ্র স্বামী – স্ত্রী। তাদের কন্যা ১৭ বছরের পূজা মিশ্র। মৃত রাহুল ও পূজা এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল। মৃত ও জখম প্রত্যেকেরই বাড়ি বর্ধমান জেলার দূর্গাপুরের ২৩ ও ২৪ নং ওয়ার্ডে। জখম ৪৫ জন ইলামবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল, দূর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বাসের চালক ঘুমিয়ে যাওয়ায় ঘটেছে দুর্ঘটনা। মৃত কার্তিক মন্দিরের পূজারি ছিলেন। বাবা, মা, দিদিকে হারিয়ে শোকে বাকরুদ্ধ ১১ বছরের জয় মিশ্র। চালকের কেবিন থেকে মদের বোতল উদ্ধার করে পুলিশ। পলাতক চালক, আটক সহকারী চালক। দুর্ঘটনায় অবরুদ্ধ ১৪ নং জাতীয় সড়ক।

১৪ জানুয়ারি শনিবার সকাল ১১টা থেকে ২২ জানুয়ারি রবিবার ভোর সাড়ে তিনটে – মাত্র আট দিনের ব্যবধানে দুই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় বীরভূমের ইলামবাজারে মারা গেল দশজন, জখম ৫০ জন। গত ১৪ জানুয়ারি শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ ইলামবাজার বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জয়দেব মেলা থেকে বোলপুর ফেরত একটি বেসরকারি বাস পিষে দিয়েছিল পথচারীদের। একই পরিবারের চার সদস্য সহ মারা গিয়েছিল পাঁচ জন। তার মধ্যে একটি ১১ মাসের শিশুকন্যা মারা গিয়েছিল। জখম হয়ে চিকিৎসাধীন চার জন । ২০ জানুয়ারি সিউড়ি প্রশাসন ভবনে জয়দেব বাস দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে দুই লক্ষ টাকা এবং আহতদের পরিবারকে এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। পরপর দুই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় পথ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বীরভূম জেলায় যেন হাসির খোড়াকে পরিণত হয়েছে 'সেভ ড্রাইভ, সেভ লাইফ'। চাপা ক্ষোভ ও আতঙ্ক কাজ করছে গোটা ইলামবাজার ব্লক জুড়ে।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

১ থেকে ৫০ জনের
সুন্দরবনের ভ্রমণের ব্যবস্থা
পৃথা ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস্
ক্যানিং রেলওয়ে নিউমার্কেট
দক্ষিণ ২৪ পরগণা
8768493400, 9232112629

নিষিদ্ধপল্লিতে স্বচ্ছতার ছোঁয়া

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : শনিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাতলা ১ নম্বর ওয়ার্ড গ্রাম সভার নিষিদ্ধ পল্লিতে পরিষ্কার রাখার ডাস্টবিন বসিয়ে নজির

গড়ল মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েত। এদিন মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান তপন সাহা, উপ–প্রধান মঞ্জুনাথ দাসের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি ডাস্টবিন বসানো হয়। পরাধীন ভারতবর্ষে পোর্ট ক্যানিং আমলে ১৮৬২ সালে মাতলা ১ নম্বর ওয়ার্ডে এই নিষিদ্ধ পল্লি গড়ে ওঠে। সেই সময় চালু ছিল ক্যানিং মিউনিপ্যালিটি। ১৮৬৩ সালে সরকার ক্যানিং মিউনিসিপ্যালিটিকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ক্যানিং মিউনিসিপ্যালিটির উদ্দেশ্য ছিল সুন্দর পরিকাঠামো, জাহাজ সারানো, পরিচ্ছন্ন রাখা, পথ পরিষ্কার রাখা, পথ পরিষ্কার, আলোক উজ্জ্বল করা, নর্দমা ও রাস্তা তৈরি করা। ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাদীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস এবং পরে বাম সরকারের ব্যর্থতায় ভারতের প্রাচীন ক্যানিং শহরের পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে। ফলে গড়ে ওঠে না শহর না গ্রাম। রাজ্য সরকার পরিবর্তনে মা মাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ক্যানিং তথা সুন্দরবন জুড়ে উন্নয়নের জোয়ার এসে তা সকলের কাছে অজানা নয়। তাই ক্যানিং শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েত। ডাস্টবিনের অভাবে ময়লা আবর্জনার স্তূপে পরিণত হচ্ছিল। ফলে পরিবেশ ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছিল এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষতি হচ্ছিল সাধারণ মানুষজনের। এদিন নিষিদ্ধ পল্লির মেয়েরা ডাস্টবিনে ময়লা আবর্জনা ফেলে এলাকার মানুষজনকে সচেতন করে তুলতে এগিয়ে আসে। নিষিদ্ধ পল্লির মামনি, ফরিদা, স্বপ্না প্রমুখ মেয়েরা বলে এখানে ডাস্টবিন ছিল না। ফলে রাস্তাঘাটে ময়লা আবর্জনা ভর্তি হয়ে যাচ্ছিল। এমনকি দুর্গন্ধে এখানে দাঁড়ান যায় না। এখানে ডাস্টবিন বসানোতে খুব উপকার হবে সাধারণ মানুষজনের। মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ–প্রধান মঞ্জু নাথ দাস বলেন এই গ্রাম সভায় প্রথম দিনে ৮টি ডাস্টবিন বসানো হয়েছে। আরও ডাস্টবিন বসানো হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য। ইতিমধ্যে এই ব্লকে ২৩,১৯৬টির মধ্যে সব কটি শৌচাগার বসানো হয়ে গিয়েছে। এমনকি শৌচাগার ব্যবহার বিষয়ে এলাকার মানুষজনকে সচেতন করে তোলা হচ্ছে। প্রধান তপন সাহা বলেন নিষিদ্ধ পল্লিতে ডাস্টবিন বসান হল। এই পঞ্চায়েতে কয়েকশো ডাস্টবিন আরও বসানো হবে পরিষ্কার রাখার জন্য। পাশাপাশি থার্মোকল, প্লাসটিক ব্যবহার করা বন্ধ করার জন্য সচেতন করে তোলা হচ্ছে। যত্রতত্র আবর্জনা ফেলব না এবং উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম সামাজিক অপরাধ। শৌচাগারের মাধ্যমে সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান। জলবাহিত রোগ, ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিকার সুনিশ্চিত করণই এক মাত্র লক্ষ্য এই গ্রাম পঞ্চায়েতের।

জমা জলে নাজেহাল স্থানীয় বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেলুড় স্টেশন সাবওয়ের নিচে সব সময়ের জন্য অল্পবিস্তর জমা জলের জন্যে নাজেহাল অবস্থা এলাকাবাসীদের। যা গত তিন থেকে চার দিন উক্ত এলাকায় দাঁড়িয়ে থেকেই সহজগম্য হয়ে দাঁড়াল বলা যায় বেশ জোর গলাতেই। তার ওপরে সাবওয়ে চওড়ায় কম হওয়াতে আরও বেশি করে অসুবিধায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ফলে একদিকে জমা নোংরাজল আর অন্যদিকে আয়তনে পরিসরে জায়গা অপ্রতুল হওয়ার কারণে সাঁড়াশি চাপে এখন এলাকার বাসিন্দারা। তার ওপরে যদি কোনও রকমভাবে দু একটা চার চাকা গাড়ি ঢুকে যায় তাহলে তো কোনও কথাই নেই। সেই জ্যাম সরাতে প্রায় ২ ঘন্টার ওপরে সময় লেগে যায়।

সাবওয়ের দুদিকেই লক্ষ্য রাখার জন্যে কোনও নিরাপত্তা কর্মীর ব্যবস্থা না থাকায় অসুবিধা বিভীষিকাময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেলুড় স্টেশনের অপর প্রান্ত অর্থাৎ বেলুড় মঠের দিক থেকেই রাস্তার ডান দিকে পড়বে বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, বালি, বেলুড়, নিশ্চিন্দা থানা এলাকা, লিলুয়ার

কিছু অংশের বাসিন্দাদের কাছে এই হাসপাতালটির গুরুত্ব অপরিসীম। ফলে এই হাসপাতালে রোগীদের একপ্রকার ভিড় লেগেই থাকে, তার ওপরে একদম কাছেই বেলুড় স্টেশন হওয়াতে রেলে কাটা পড়া রোগীদের সাময়িক ভাবে জীনরক্ষার কান্ডারি হয়ে ওঠার পেছনে কাজ করছে এই হাসপাতালটি। ফলে সাবওয়েতে ভিড় লেগে থাকাতে ভীষণ রকমের অসুবিধায় পরেন রোগী সহ পরিবারের লোকজনেরা। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে রেলপ্রশাসনের লোকেরা এই বিষয়টি নিয়ে ভীষণ রকমের উদাসীন তা কিন্তু খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কেন থাকছেন উদাসীন তা নিয়ে স্থানীয়ভাবে বাসিন্দারা কিন্তু ভীষণ রকমের ক্ষিপ্ত কয়েকজনের কথাতেই তা প্রকাশ পায়, বেলুড় বিধানপল্লির দুই তিনজনের সঙ্গে কথা বললে তারা বলেন রেল যেভাবে টিকিট কাটার বিষয়টি নিয়ে সক্রিয় সেই ভাবে পরিষেবা নিয়ে সক্রিয় নয়। আর আপনি বলছেন সাবওয়ে নিয়ে কেন উদাসীন! আরে সাবওয়ে নিয়ে রেল কোনওদিনই কিছু ভাবে নি। তাহলে বছরের পর বছর সাবওয়ের অবস্থা এতটা কদর্য হতো না।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : বজবজ মহেশতলা অটো রিক্সা ডাইভার্স ইউনিয়ন ও অলবেঙ্গল রেলওয়ে হকার্স অ্যাসোসিয়েশন, ঝিলপাড় ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে ১৫০ জন পুরুষ ও মহিলা সহ রক্তদান করেন। বজবজ ১০ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, কাউন্সিলর সুপর্ণা নস্কর, দীপক ঘোষ, বিধায়িকা কস্তুরী দাস, সমীর ঘোষ, পবন চট্টোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে।

ক্ষুব্ধ অ্যাসোসিয়েশন

প্রথম পাতার পর

এমনকি আমার দোকান দখল করে আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমি আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নার্সিংহোম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডাঃ জাহিরউল ইসলাম বলেন, সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হচ্ছে। জেলাশাসক, সভাধিপতি ও জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। শোনা যাচ্ছে পুলিশ নাকি এতবড় ঘটনার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য ধারায় কেস রুজু করেছে। পুলিশ অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে, আমরা জেলায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া বন্ধ করে দেব। সূত্রের খবর মোল্লার ঠেসে নার্সিংহোমে হামলার নেতৃত্বে আছেন রফিক চপদার নামে এক ব্যক্তি। জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, বিষয়টি শুনেছি। আমরা এলাকায় খোঁজ খবর করছি।

ট্যাঙ্কার উল্টে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া চুনাভাটি বিবেকানন্দ নগরের কাছে আন্দুল রোডের ওপরে ট্যাঙ্কার উল্টে গিয়ে সমস্ত রাস্তায় তেল ছড়ালে এলাকার মানুষজন সমস্যায় পড়েন। ঘটনাটি ঘটে রবিবার ভোর তিনটের সময়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ভোরে ট্যাঙ্কারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি গাছে পরে দুটি গাড়িকে ধাক্কা মারলে গাড়ি দুটি দুমড়ে মুচড়ে যায় বলে খবর। রাস্তার উপরে তেল ছড়িয়ে পড়ে আগুন লেগে যাওয়ার ভয়ে স্থানীয় মানুষজন আতঙ্কে ভুগতে থাকেন, উক্ত জায়গায় কেবলমাত্র বাড়ি ঘরই নয় রয়েছে ছোট–বড় মাঝারি মাপের বেশ কয়েকটি কারখানা, ফলে সেখানে যদি আগুন পৌঁছে যায় তবে ঘটে যাবে ভয়ানক অগ্নিকান্ড আর সেই কারণেই মানুষ হয়ে পড়েন আতঙ্কগ্রস্ত। তবে শেষ পর্যন্ত তা হয় নি। বালি ছড়িয়ে অবস্থার সামাল দেন স্থানীয় মানুষ আর পুলিশ কর্মীরা।

বাজেটেও ওভার বাউন্ডারি

প্রথম পাতার পর

বাস্তবে দেখা গেল রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর এইসব আবেদন নিবেদনে সাড়া তো দিলেনই না, বরং প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের পক্ষেই তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করলেন। সবচেয়ে প্রহসনের ব্যাপার যেটা তা হল সম্প্রতি কলকাতার মিলনমেলা প্রাঙ্গনে যে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রপতি তিনিই কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর 'ক্যাশলেস' অর্থনীতিকে মুক্ত হস্তে সমর্থন জানাচ্ছেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ম করে প্রতিদিন মোদি সরকারের নগদমুক্ত লেনদেনের নীতির সমালোচনা করছেন। কটাক্ষ করে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে মানুষ কী প্লাস্টিক খাবে। সরকারি টেন্ডার ব্যবস্থায় দুর্নীতি আটকাতে যে মুখ্যমন্ত্রী ই–গভর্ন্যান্সের ব্যবস্থা করেছেন সেই তিনিই কিনা কথায় কথায় নগদমুক্ত অর্থনীতির বিরোধিতা করছেন। বিশ্বায়নের যুগের সঙ্গে তাল না মিলিয়ে তিনি কেন মধ্যযুগীয় পথে হাঁটতে চাইছেন সেটা একান্তই তাঁর ব্যাপার। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির সাম্প্রতিক পথচলা বুঝিয়ে দিচ্ছে মোদি সরকারের একের পর এক সাহসী সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন বিদেশি লগ্নিকারীরাও। বাজেটের আগে ভারতের শেয়ার বাজারও বেড়ে চলেছে রকেটের মতো। যে বাজারকে ভারতের অর্থনীতির দর্পণ বলা হয় তার এই উত্থান বুঝিয়ে দিচ্ছে মোদি নেতৃত্বাধীন সরকার সঠিক পথে এগোচ্ছে।

দেশের সরকার যখন ঠিক পথে এগোচ্ছে তখন যেভাবে শুধুমাত্র বিরোধিতা করার জন্য কিছু রাজনৈতিক দল অবিরাম কেন্দ্র বিরোধী তর্জন গর্জন করছেন তা অনভিপ্রেত বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। বিশেষ করে নোট বাতিলের মতো সিদ্ধান্ত যেভাবে বিদেশের তাবড় তাবড় ব্যক্তিত্বের প্রশংসা কুড়িয়েছে তার পর এই ঠুনকো বিরোধিতা একেবারেই মানানসই নয়। সর্বোপরি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় যখন সরকারের সিদ্ধান্তে শিলমোহর পরালেন তখন এর গুরুত্ব আরও বেড়ে গিয়েছে। আরও একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তা হল নোট বাতিলের পর যে সব নির্বাচনে এদেশে সংগঠিত হয়েছে তার অধিকাংশতেই বিজেপির হাত শক্ত হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, কেন্দ্রের নোট বাতিলের সিদ্ধান্তেরই একরকম প্রভাব পড়েছে এইসব নির্বাচনে।

তবে রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতি পাওয়া থেকে বিদেশিদের তারিফ লাভ করা এসবের থেকেও মোদি সরকারের কাছে বড় অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে আগামী মার্চ মাসের ৫ টি রাজ্যের বিধানসভা ভোট। বিশেষ উত্তরপ্রদেশের বৈতরণী যদি টিম মোদি উতরে দিতে পারে তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠবে। কারণ এই জয় শুধুমাত্র বিজেপি বা এনডিএ'র জয় হবে না মোদি সরকারের একের পর এক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের হয়েও কথা বলবে। আর তা না হয়ে যদি সেই আঞ্চলিক দলের হাতে তালেগোলে মসনদ চলে যায়, তবে স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ এতগুলি বছরের অধিকাংশ যে পারিবারিক শাসনের দ্বারা দেশ চলেছে তাদের হাতেই কুক্ষিগত হবে ক্ষমতা। পরিত্রাণ মিলবে না সাধারণ মানুষের।

মদের টাকা না পেয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন ধরেই মদ খাওয়ার টাকা চাওয়া নিয়ে মা এর সঙ্গে বিবাদ লেগেই থাকত ছেলে সুরেশের সঙ্গে। এমন কি মদ খাওয়ার টাকা না দেওয়ার কারণে মাকে ধরে মারধর করতেন ছেলে এমনটাই অভিযোগ আনেন বাবা ওঙ্কার নাথ চৌরাশিয়া। শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার বাবা এবং আর এক ভাইয়ের সামনেই মদ খাওয়ার টাকা না দেওয়ার জন্যে আলনার ভাঙা কাঠ দিয়েই মাকে পিটিয়ে মেরে ফেলার মতো গুরুতর অভিযোগ আনেন বাবা ওঙ্কারনাথ চৌরাশিয়া খেলে সুরেশের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার লিলুয়ার শান্তিনগরে। গুণধর সুরেশ এখন পলাতক। হাওড়া থানার পুলিশ খোঁজখবর শুরু করেছে।

ধৈর্য্যের সুফল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বহুদিন ধরেই দুই ছিনতাইবাজকে আটক করবার নেশায় বিভোর ছিলেন হাওড়া জেলার পুলিশ কর্মীরা। তৎপর ছিলেন হাওড়া জেলা প্রশাসনের লোকজনেরাও, শেষপর্যন্ত গোপন সূত্রে সন্ধান পেয়ে হাওড়া পুলিশ হাওড়াগামি একটি বাস থেকে গ্রেফতার করেন রাকেশ মজুমদার সহ বিশ্বম্ভু ভৌমিক নামে দুই যুবক ছিনতাইবাজকে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে ওত পেতে থাকার কাজ যে শেষ পর্যন্ত সফল হল তা একপ্রকার নিশ্চিত এবং হাফ ছেড়ে বাঁচলেন হাওড়া জেলা পুলিশকর্মীরা।

GOVT. OF WEST BENGAL
Office of the Child Development Project Officer
Diamond Harbour–1 ICDS Project, New Town,
Diamond Harbour, South 24 Parganas
Ph & Fax : 03174 256713,e–mail : icdsdh1@gmail.com

Memo No. 10/ICDS/DH–1 Date– 30/01/2017

Tender Notice

Sealed Tenders are invited from the intending and bonafide tenderers (1) Storing of food stuff and (2) Carrying those to different AW Centres under Diomond Harbour–1 ICDS Projects, South 24 Parganas.

Tender forms along with "Terms & Conditions" will be issued without any cost from 06.02.2017 to 24.02.2017 from the office of the undersigned on every working day from 12.00 noon to 4.00 P.M. and also upto 2.00 P.M. on 27.02.2017.

Intending tenderers must submit their tenders along with the relevant documents in the sealed drop box kept for receiving tenders at the office of the C.D.P.O Diamond Harbour–1, from 06.02.2017 upto 2.00 P.M. on 27.02.2017. Tenders will be opened at the office of the S.D.O. Diomond Harbour, on 27.02.2017.

Intending tenderers must submit their tenders along with the relevant documents in the sealed drop box kept for receiving tenders at the office of the C.D.P.O Diamond Harbour–1, from 06.02.2017 upto 2.00 P.M. on 27.02.2017. Tenders will be opened at the Office of the S.D.O Diamond Harbour, on 27.02.2017 at 2.30 P.M.

No Tenders will be accepted if received through mail or if received after 2.00 P.M. on 27.02.2017.

(Sanjeeb Rakshit)
Child Development Project Officer
Diamond Harbour–1 ICDS Project
South 24 Parganas

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মন্দিরবাজার সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প কার্য্যালয়
মন্দিরবাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
ফোন নং–০৩১৭৪–২৬০৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

মন্দিরবাজার সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প পরিপূরক পুষ্টি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রকল্প অফিসে অবস্থিত গুদাম হইতে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করিবার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। দরপত্র খুলিবার তারিখ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭, ইচ্ছুক সরবরাহকারী বিশদ জানিবার জন্য এবং দরপত্র জমা দেবার ফর্মের জন্য প্রকল্প অফিসে ৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১৭ হইতে যে কোনো কাজের দিন যোগাযোগ করুন।

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
মন্দিরবাজার সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প

এবারের বিষয়

বিজ্ঞাপনে বিপদ ১

দাম্পত্য জীবনের ভালবাসার বাঁধ ভাঙা বন্যায় ভরিয়ে দিতে সত্বর নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। আমি যোগাযোগ করি এবং উক্ত বাবাজির সাথে প্রায় ২ ঘন্টা অপেক্ষা করার পর দেখা পাই। ওনার পরামর্শ মতো এক মাসের মোট ১০ হাজার ৫০০ টাকার নানা জরি বুটি, ট্যাবলেট, তেল কিনে নিয়ম মতো খাবার এবং মাখার ৩১৪ দিন পর থেকে ভাল ফল পাই। কিন্তু তার কিছুদিন পর থেকে আমার শরীরে নানা রকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় আমি ৯ দিনের মাথায় বাবার সাথে সেই হোটেলে দেখা করতে গিয়ে দেখি উনি তার আগেই চলে গিয়েছেন। আমার মতো বহু নারী পুরুষও সেদিন ওখানে গিয়ে দেখা পায়নি। উপায় না দেখে আমি সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারকে দেখালে জানতে পারি আমার কিডনি ও নার্ভ ওই সব ওষুধ খাওয়ার ফলে সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় হাঁটার স্বাভাবিক ক্ষমতাও হারিয়ে এখন দিশাহারা। আপনি অনুগ্রহ করে ওই ভন্ড সাধু বাবা শুধু নয় ওই সব খবরের কাগজ টিভি প্রচারকদের বিরুদ্ধেও সামাজিক কল্যাণে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানাই... ইতি

অভিযোগ ২ : মহাশয়, আমি টিভি এবং সংবাদ পত্রে বিজ্ঞপ্তি দেখে চুল স্ট্রেট এবং ত্বক পরিচর্যার জন্য একটি নামে বিউটি পার্লারে গিয়েছিলাম। কিন্তু এক একবার সেখানে প্রায় সাড়ে সাত হাজার দিয়ে চুল এবং আমার ত্বক পরিচর্যা করাবার কিছু দিন পর আমার শরীরে নানা জায়গায় চর্ম রোগ দেখা দেয় এবং মাথার চুলও উঠতে থাকে, আমি ওই পার্লারে প্রায় তিন বার গিয়েছিলাম। বর্তমানে আমার মুখ এবং চুলের এমন অবস্থা হয়েছে যে লজ্জায় বাড়ির বাইরে বের হতে পারছি না। অলিতে গলিতে গজিয়ে ওঠা এইসব বিউটি পার্লারগুলি আরও কত না মানুষের ক্ষতি করে চলেছে। আমি ডার্মাটোলজিস্টকে দেখিয়ে জানতে পারি আমার অয়েল ফলিকুলাইটিস হয়েছে যা ম্যাসেজের তেল থেকেই এই সংক্রমণ হয়েছে। অনুগ্রহ করে এই ঝাঁ চকচকে পার্লারের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিন এবং... ইতি...

অভিযোগ ৩, একজন প্রায় ৫৫/৬০ বছরের ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখ নিয়ে থানায় এসে জানালেন সে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে ঠকে গিয়েছেন, যে মোবাইল নম্বরে বান্ধবী পাওয়ার কথা বিজ্ঞাপনে দিয়েছিল সেই নম্বরে ফোন করায় একটি মেয়ে মিষ্টি এবং আদুরে গলায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে জানায় যে, আগে ৫০০১ টাকা জমা রাখলে বান্ধবীর মন পাওয়া যাবে। তবে এই টাকা জমা রাখলে শুধু আলাপ আলোচনাই হবে, যত বেশি টাকা জমা পড়বে বন্ধুত্ব তত গভীর। তার জন্য ওরা একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ওনাকে দিয়েছিল। এই সংস্থা সরাসরি অফিসে ক্যাশ টাকা নেয় না, তিনি দীঘায় বান্ধবী কে নিয়ে ২ দিনের জন্য বেড়াতে যাওয়ার চুক্তি করলে ওই সংস্থাই গাড়ি, হোটেল, খাওয়া, বান্ধবীর পাওনা সব মিলিয়ে ৪০ হাজার টাকার চুক্তিতে ঠিক হওয়ায় তিনি বিশ্বাস করে ওই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪০ হাজার টাকা জমা দেন। ফলে ওরা এক দিন পর জানায় শনিবার সকাল সাড়ে পাঁচটায় গোলপার্কের কাছে ওনার বান্ধবী লাল সালোয়ার কামিজ পড়ে ওনাকে নিয়ে রওয়ানা হবে। সেই মত উনি সেই দিন বান্ধবীর অপেক্ষায় সকাল ৫টা থেকে ১০টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। কেউ না আসায় সেই নাম্বারে বহুবার ফোন করে আর কোনও উত্তর না পাওয়ায় উনি বুঝেছেন প্রতারিত হয়েছেন, অফিসের ঠিকানা না দেওয়ায় অফিসও খুঁজে পাচ্ছেন না, কথা ছিল গড়িয়াহাট গোলপার্কের কাছে শ্রী গৌরাঙ্গ ট্রাভেলসের কাছে এসি বাসে করে সকাল ৬টায় আমরা রওয়ানা হব। উনি টাকাটা উদ্ধার করে এবং সেই বান্ধবী সংস্থাকে চরম শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান এবং সেই ব্যক্তি একটি জেনারেল ডায়েরিও করেন।

পাঠকরা উপরোক্ত তিনটি অভিযোগ পড়লে বুঝবেন কিভাবে আজ মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন। প্রথম ঘটনার অনুসন্ধান করতে সেই হোটেলে গিয়ে জানতে পারি। সেই সাধুবাবা দুদিন আগেই চম্পট। প্রতিদিন প্রায় ৫০ জন করে মানুষ ওনার সাথে দেখা করে ওষুধ নিয়েছেন হোটেল রেজিস্টারে তেমন ঠিকানা আইডি কার্ড কিছুই নেই। যে মোবাইল নম্বর ছিল তাও বন্ধ,

যাতে কোনওভাবে এই প্রতারক ভন্ড বাবার খোঁজ না পাওয়া যায় তার জন্যও এই সব নাম করা হোটেলের কিছু অসাধু কর্মচারী চক্রান্ত করে এর ব্যবস্থা করে রেখেছে। অথচ সাধারণ মানুষ ভদ্রভাবে পরিবার নিয়ে থাকতে গেলে এমন জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রমাণপত্র চাইবে মনে হবে আপনি উগ্রপন্থী। আরও অবাক হতে হয় কিছু সংখ্যক লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করার জন্য এই সব ভন্ড, তান্ত্রিক, জ্যোতিষীদের যারা ধর্মের নামে মানুষের সর্বনাশ করছে তাদের শিক্ষগত যোগ্যতা, সব সে বিষয়ের উপর এরা বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছুক। এই বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সরকারি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনও সার্টিফিকেট আছে কিনা ওরা কোনও খোঁজ বা প্রমাণপত্র দেখার প্রয়োজন মনে করে না। যে সব ঠিকানা ওরা দেয় সেই সব ঠিকানা সন্দেহ হলে স্থানীয় পুলিশ দিয়ে খোঁজ করালে অনেক সত্য মিথ্যা জানতে সাহায্য করে কিন্তু এরা শুধু অর্থ আয়ের জন্য আইন না মেনে কাজ করে চলেছে।

চলছে নতুন স্বাদের ধারাবাহিক ৮

হ্যালো অরিন্দম বলছি

শিশুরা ভূমিষ্ঠ হয় আনন্দ ধারার মধ্য দিয়ে। সেই সময় দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ কি তারা জানে না। শুধু স্নেহ, মায়া, মমতা, আদর, প্রাণভরা ভালবাসা, যত্ন ও আশীর্বাদের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে কৈশোর পেরিয়ে ওরা যৌবনে পৌঁছায় জীবনের বহু প্রতীক্ষিত এক সুন্দর পরিপূর্ণতার স্বপ্ন নিয়ে। আর তার পরেই শুরু হয় নানা গন্ডগোল। কেউ সমাজের চোখে হয়ে যায় খারাপ কেউ ভাল। কিন্তু খারাপ কেন হলো তা নিয়ে এই দেশে তেমন কোনও ভাবনা চিন্তা নেই। হালে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে মানসিক বৈকল্য ও নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতা। আজ এই চরম অবক্ষয়ের মাঝে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সৃজনশীল মানসিকতা ও সৌন্দর্য চেতনা। মানবজীবনের চরম ভয়ঙ্কর সময় নিঃসন্দেহে সেই মুহূর্ত। যখন শিথিল হয়ে পড়ে নীতি ও আত্মিক বন্ধন, তখন আদর্শের ক্ষেত্রে নেমে আসে চরম অবক্ষয় যার পরিণতি সত্যিই ভয়ংকর। দীর্ঘদিন পুলিশ বিভাগে চাকরি করায় নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এই অল্প পরিসরে বিষদভাবে লেখা সম্ভব নয়। কিছু অভিজ্ঞতা থেকে কিছু সামান্য ঘটনা জানিয়ে শুধু মাত্র মানুষের মঙ্গল কামনায় নানা বিধিনিষেধ, মান অভিমান, অপমানকে উপেক্ষা করে আমার এই লেখা, চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও কিছু মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ক্লাব আছে যারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজ, জাতি, দেশের কল্যাণে কাজ করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন তারাই আমার শক্তি। যারা ধর্মের নামে, রাজনৈতিক ছত্রছায়ার নামাবলি গায়ে দিয়ে নানা কৌশলে দিনের পরদিন মানুষের চরম সর্বনাশ করে চলেছেন তাদেরকে চিনিয়ে দিতেই আমার এই লেখা। ঘটনার বিষয়বস্তু সঠিক রেখে চরিত্রদের নাম ঠিকানা সামাজিক ও নিরাপত্তার করণে এবং আইনি বিধিনিষেধের জন্য পরিবর্তন করেছি, এই কাজ প্রতিহত করা একা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়, চাই সমবেত প্রয়াস। আমার এই লেখা পড়ে বিশেষত নারী পাচার সহ নানা ঘৃণ্য অপরাধের ধরণ সম্বন্ধে সজাগ হয়ে নিজে ও অপরকে সতর্ক করার জন্য যদি ট্রেনে, বাসে হাটে বাজারে গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন তবেই হবে এই লেখা এবং আলিপুর বার্তা পত্রিকার সৎ ভাবনার সার্থকতা।

–অরিন্দম আচার্য্য (প্রাক্তন পুলিশ কর্তা)

Consumer Affairs Department
Government of West Bengal
উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অভিযোগ ২ : অনুসন্ধান করে জানা যায় এটিও একটি মিথ্যা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষকে ঠকানোর মরণ ফাঁদ আজ বেশির ভাগ হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বিউটি পার্লার গুলিতে সরকারি তরফে কোনও নিয়ন্ত্রণ না থাকার জন্যই চাহিদা মতো প্রচুর অর্থ খরচ করেও ঠিক পরিষেবা পাওয়া যায় না। এই সব পার্লারগুলি চালাতে শুধু ট্রেড লাইসেন্স দরকার। আবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে একটি সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট দেওয়া হলেও পরিষেবা খতিয়ে দেখার ব্যবস্থাই সরকারের নেই, এ কথা সত্যি আজ এই সব বহু বিউটি পার্লারে বিশেষ করে মহিলারা পরিষেবা নিতে গিয়ে যে সব চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন এক সময় পিচ বা আলকাতরা কারখানার শ্রমিকরা এই সব চর্মরোগে আক্রান্ত হতো এক বিখ্যাত চর্মরোগ চিকিৎসকের কথায় জানা যায় যে এক সময় গরিব শ্রমিকেরা যে সব চর্মরোগে আক্রান্ত হতেন আজ কিছু ধনীরা তাঁদের ভোগ লালসা এবং বিলাসের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই রোগটা আমদানি করেছে। এ সব ক্ষেত্রে থানায় পরিষেবা উপযুক্ত প্রমাণ সহ দেখিয়ে অভিযোগ জানিয়ে ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের সাহায্য নেওয়া

উচিত উপভোক্তা দফতর helpline : 18003452808 and 22520105, webside: www.wbconsumers.gov.in

অভিযোগ ৩ : এই ঘটনাতেও অনুসন্ধান করে জানা যায় উক্ত ভদ্রলোকের স্ত্রী নেই। মোটামুটি সচ্ছল। তিনিও বিভ্রান্ত হয়েছিল বিজ্ঞাপন দেখে। আজকাল নানাধরনের বিজ্ঞাপনগুলির চড়া লিপস্টিক মাখা ঠোঁটের ছবি, কোনওটাতে আদুরে চাউনিতে নানা ভঙ্গিতে মেয়েদের বিজ্ঞাপন দেখে বিভিন্ন রকমের বহু পুরুষেরা নানাভাবে ফাঁদে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। পুলিশেও অনেকে লোকলজ্জার ভয়ে অভিযোগ জানায় না। ক্রেতা সুরক্ষা দফতরও এই সব কেন্দ্রের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দিশাহারা। অতএব সাধু সাবধান পাঠকরা।

পাঠকরা একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন। কিছু কিছু বিজ্ঞাপন এমনভাবে বিভিন্ন সংবাদপত্র শুধু মাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য প্রকাশ করে যা পড়লে মনে হবে এটা একটা নির্ভরযোগ্য সংবাদ অথচ যে কোনও বিজ্ঞাপনের উপরে কর্তৃপক্ষ কেন ''এটা একটি বিজ্ঞাপন, কথাটা বড় করে লিখবে না? কোনও কোনও সংবাদপত্র দায়িত্ব এটাতে চালাকি করে পাঠকরা যাতে পড়তে না পারে নিচের অংশে খুব ছোট করে Advt লিখে রাখে অনেকে আবার এটাও লেখার প্রয়োজন মনে করেন না সংবাদপত্রের এই ধরণের দ্বিচারিতা কি উচিত?

JAGO GRAHAK JAGO

বিজ্ঞাপনে বিপদ ২

পথেই আলাপ হয়েছিল দিব্যজ্যোতি মজুমদার–এর সঙ্গে

দীপককুমার বড় পণ্ডা

মানুষটার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল শিয়ালদহ স্টেশনে। ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার–এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন আমার শিক্ষক ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী। সেটা ১৯৯০ সাল নাগাদ। সেদিন থেকেই বরুণবাবুর সূত্রে দিব্যজ্যোতিবাবু আমার 'স্যার'। যদিও তাঁর কোনও ক্লাসে বসার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ক্লাসে না বসলে হবে কি, কম শিখিনি সেই মানুষটার কাছে। জীবনের একটা বড় অংশ দেখা শিখলাম ওঁর কাছে। পথচলতি সব মানুষকে কী করে আপন করতে হয়। অতি সাধারণ মানুষেরাও কেমন 'আত্মজন' হয়ে যান। পথ চলতি সবটাই নেওয়ার। অনেক লিখেছেন, বহু জায়গায় ক্ষেত্রানুসন্ধানে গেছেন। কিন্তু, কাগজ কলম কিংবা কোনওধরনের ইলেকট্রনিক রেকর্ডিং ছাড়াও বিশ–পঞ্চাশ বছরের স্মৃতি উজ্জ্বল। সেই স্মৃতিকেই সম্বল করে লিখে ফেললেন 'আমার আত্মজন'। দুটি খন্ডে প্রকাশিত বই দুটি পাঠক মহলে বেশ সাড়া ফেলল। মুচি, মেথর, পকেটমার, যৌনকর্মী, ঠেলাওয়ালা সবাই উঠে এলেন তাঁর লেখায়। কাউকে নিয়ে তাঁর কোনও ছুঁতমার্গ নেই। আবার লোকদেখানো আদিখ্যাতাও নেই। সবটাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এসেছে তাঁর জীবনে।

টাইপ মোটিফ ইনডেক্স নিয়ে গবেষণা করেছিলেন, লোককথা নিয়ে লেখা অনেক বই আছে তাঁর। কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা লিখতে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন বেশি। সেইসব চরিত্রগুলি তাঁর লেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। প্রান্তিক মানুষের কথা, গ্রাম বাংলার কথা শুনতে খুব ভালবাসতেন। শেষ বয়সে স্ত্রী–র অসুস্থতার কারণে বাইরে বেরোতে পারতেন না। তাই, বাইরের মানুষের কথা জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন। প্রায়শই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। সঙ্গে থাকা 'আলিপুর বার্তা'র কপি দিতাম। খুব খুশি হতেন। একদিন বললেন, 'আমাকে আলিপুর বার্তার গ্রাহক করে দিও।' নিয়মিত পড়ে মতামত জানাতেন। গ্রামের খবর জেনে খুশি হতেন। আসলে, সাধারণ মানুষ ছিল তাঁর কাছে দেবতা।

এই প্রেরণার উৎস লেখকের পারিবারিক জীবন। বাবা রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিক হলেও সাধারণ মানুষের অতি প্রিয় ছিলেন। সাধারণ মানুষকে ভালবাসতেন। গান্ধিবাদী বাবার সন্তান হিসেবে বৈষ্ণবীয় ঘরানায় বেড়ে ওঠা মানুষটার মনে মানবধর্ম এক বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। আজীবন সেই ধারাই বজায় রেখেছেন ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার। মানবদরদী বলেই তাঁর পক্ষে সমাজের পেছনে ফেলে রাখা মানুষগুলোর কথা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বলা সম্ভব হয়েছে।

বাবার বদলির চাকরির সুবাদে নানা জায়গায় ঘুরেছেন। সব জায়গার স্মৃতিই অমলিন ছিল। কোথাও লেখা নেই, অথচ হুবহু সেই মানুষগুলোর কথা বলছেন। জানতে চাইতাম, এটা কী করে সম্ভব হচ্ছে? অবাক হতেন। বলতেন, 'এটাইতো স্বাভাবিক। চরিত্রগুলো তো আমার আপন।' সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রানুসন্ধানে এটা একটা আকর্ষণীয় পদ্ধতি হতে পারে। খাতা–কলম নিয়ে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধার সৃষ্টি হয়, এখানে তা নেই। এরজন্য হৃদয় অনেক বড় করতে হবে। বুঝি, আমাদের 'চোপসানো হৃদয়ে' তা অসম্ভব।

ড. মজুমদারের আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলায়। দেশভাগের পরে ছেলেবেলায় কেটেছে রাঢবঙ্গের মফস্বল শহর রামপুরহাটে।

যাওয়া আসার পথে পথে

বিদ্যালয় শিক্ষা সেখানেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি। কর্মজীবনে শিক্ষকতা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রকাশনা সম্পাদক ও রাজ্য সরকারের মুখপত্র 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কলকাতা ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে অতিথি শিক্ষক ছিলেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন স্মৃতি আকাদেমি পুরস্কার' ও বিষ্ণুপুরের 'টেরাকোটা' পত্রিকার তরফে 'আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি স্মারক সম্মান' পেয়েছেন। অনেক বই লিখেছেন, বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স, লোকসমাজ ও পশুকথা, আদিবাসী লোককথা, লোককথা, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী লোককথা, লোককথার লিখিত ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ ও লোকায়ত মন, আদিবাসী প্রেমের লোককথা, আদিবাসী মিথকথা, আগুনের লোককথা, পাকিস্তান, সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব প্রভৃতি।

আশি ছুঁই ছুঁই লেখক নিজে শুধু লেখেননি, অন্যদেরও উৎসাহিত করেছেন। মানবদরদী মানুষটা মেলা–ময়দান, সভা–সমিতি যেখানেই গেছেন, শুধু নয়ন মেলে দেখেছেন। মানুষের হাঁটা–চলা, কথা বলা, খাওয়াদাওয়া সব কিছু দেখে তাঁর ভাল লাগে। বড় সরলভাবে হাসতে পারেন তিনি। 'আমার আত্মজন' বইতে নিজের কথা লিখেছেন, 'মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে কিশোর এ সব অনুভব করে। পথের সন্ধান জানে না। মনে হয়, অন্য রকম পৃথিবী হতে পারত, কিন্তু হল না। অন্য আনন্দময় সমাজ হতে পারত।' এই কিশোর লেখক নিজে। আত্মকাহিনীর শেষে কবির ভাষায় বলেন, 'বসিয়া আছ কেন আপন মনে, স্বার্থনিগমন কী কারণে? চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি, ক্ষুদ্র দু:খ সব তুচ্ছ মানি প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে।'

কয়েক মাস আগে মানুষটা হঠাৎ অসুস্থ হলেন। হাসপাতালে ভর্তি হলেন। একমাত্র সন্তান থাকেন রাজ্যের বাইরে গুজরাটের বরোদায়। ছেলে বাবাকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। কিন্তু, মনটা পড়ে থাকত কলকাতায়। ফোনে এখানকার কথা জানতে চাইতেন। ফোন না ধরতে পারলে এস এম এস করতেন। একটা নস্টালজিয়া তাঁকে ঘিরে থাকত। জীবনের শেষ লেখাটিতেও (ছেলের বয়ান অনুযায়ী এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে) ধরা পড়েছে সেই আকুতি। 'এখন আমি যে অবস্থানে রয়েছি, তাতে রয়েছে শুধু অতীত। যে কাল পেরিয়ে এসেছি সেখানে রয়েছে মধুর ভালো লাগা, সেসব দিনের কথা মনে পড়লেই ভালো অনুভূতির যন্ত্রণা শুধু হয়। কত মধুর স্নিগ্ধ স্মৃতি সেসব। ফিরবে না সেসব তাও জানি, তবু মন ভালো করা সেসব অভিজ্ঞতা আনন্দময়।' তাঁর অত্যন্ত প্রিয় প্রতিবেশী–বন্ধু লেখক সৌমিত্র লাহিড়ীকে লেখা চিঠিটা আর এগোয়নি।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন স্মৃতি আকাদেমি পুরস্কার' ও বিষ্ণুপুরের 'টেরাকোটা' পত্রিকার তরফে 'আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি স্মারক সম্মান' পেয়েছেন

আর এগোল না তাঁর জীবনও। চলে গেলেন গত ৪ জানুয়ারি ভোরে। আশির আগেই তিনি প্রয়াত হলেন। আমরা হারালাম, এক দরদী লোকসংস্কৃতি গবেষককে, এক দরদী লেখককে, এক মহান মানুষকে, হারালাম 'আমার আত্মজন'কে। লাজুক মানুষটা সবসময় নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন। একবার তাঁকে সম্বর্ধনার আয়োজন–এর কথা জেনে খুব বিব্রত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আয়োজনটা হতে দেননি তিনি। খুব বিব্রত বোধ করছিলেন। কোনো অহঙ্কার তাঁর জীবনকে কলুষিত করেনি। অন্যদের অনুপ্রাণিত করা মানুষটা সবকিছু ছেড়ে চলে গেলেন। পড়ে রইল শুধু স্মৃতি। থেকে গেল তাঁর জীবন দর্শন। চেনা পথেই যাঁর সঙ্গে চলা শুরু হয়েছিল, সেটা থমকে গেল এক অজানা দেশে।

মাঙ্গলিকী

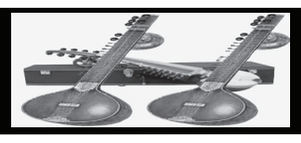

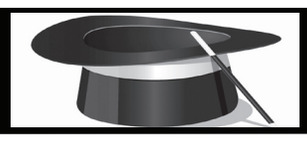

লিটল ম্যাগাজিন মেলায় ঃ শব্দের ঝংকারের 'ঝংকৃত' প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১১ই জানুয়ারি থেকে ১৫ই জানুয়ারি রবীন্দ্রসদন চত্বরে অনুষ্ঠিত হল লিটল ম্যাগাজিন মেলা। ৩০০–র উপরে বাংলা লিটল ম্যাগাজিন এই মেলায় স্টল দিয়ে অংশগ্রহণ করেন। এবারে মেলার একটি অংশকে রবীন্দ্রসদনের উল্টোদিকের মোহর কুঞ্জতেও বিস্তারিত করা হয়। ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা থাকায় মেলায় আগত কয়েকশ সাহিত্য প্রেমী মানুষের রাস্তা পারাপারের কোনও অসুবিধা হয়নি। পুলিশ প্রশাসনকে এজন্য ধন্যবাদ। ১২ই জানুয়ারী ('ধ্যান না করে ফুটবল খেল্‌গে যা'— যিনি বলেছিলেন সেই মহামানবের জন্মদিন) ৩৮ বছরে পা দেওয়া, সালকিয়া থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা শব্দের ঝংকারের ৩৮ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল শব্দের ঝংকারের স্টলে। প্রকাশ করলেন পত্রিকা গোষ্ঠির উপদেষ্টা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র মহাশয়। সাথে রইলেন পত্রিকার সম্পাদক 'নিহত গোলাপ' কবিতা খ্যাত কবি সুনীল মুখোপাধ্যায়। সংযুক্ত সম্পাদক কবি স্বপন পাল, বার্তা সম্পাদক নুরুল ইসলাম খান, ডাঃ সমীর কুমার বেতাল প্রমুখ। তখন স্টলের সামনে উপস্থিত হয়েছেন পত্রিকা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এক বিরাট সংখ্যক লেখক লেখিকার দল, সামনে জ্বলে উঠছে অজস্র ক্যামেরার ফ্ল্যাশ... উপস্থিত পত্রিকার লেখক/পাঠক গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হয়েছেন লিটল ম্যাগাজিনের মেলায় আগত আরও অনেক অনেক পত্রিকার লেখক লেখিকারা। সকলের উষ্ণ করতালিতে মুখরিত হল শব্দের ঝংকারের 'অঙ্গন'— শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র পত্রিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করে বললেন 'শব্দের ঝংকারের ঔজ্জ্বল্য দীর্ঘজীবী হোক।' সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায় অতি আন্তরিক ভাবে বললেন বহু লেখক/পাঠকের সক্রিয় সহযোগিতাতেই পত্রিকা ৩৭ বছর পেরিয়ে এলো— আগামী দিনেও যেন এই সহযোগিতা বজায় থাকে। এর পর সুনীল মুখোপাধ্যায়ের সঞ্চালনাতে উপস্থিত অনেক কবি তাঁদের কবিতা পাঠ করলেন। এঁরা হলেন ঝুনু ভৌমিক, শচীন দুলাল পাল, ভীম ঘোষ, সুদীপা সাহা, সন্ধ্যা ধারা, ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রথীন পার্থ মন্ডল (নতুন যুক্ত), বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার (পুনরায় যুক্ত), শ্যাম সুন্দর বসু প্রমুখ। পাশের স্টলের ('কবিতার জন্য আমি') তরফে কবিতা শোনালেন রীনা কুন্ডু। গান শোনালেন পাপিয়া দে দাস; ঋষিণ মিত্রর বেশ কিছু গান দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হল।

আরও : শব্দের ঝংকারের স্টল থেকেই এদিন বর্ধমান থেকে প্রকাশিত 'কবিতার জন্য আমি'–র একটি সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল। প্রকাশ করলেন বহরমপুরের কবি নাসের হুসেন। সাথে রইলেন প্রভাত চৌধুরী, সাথী, প্রভাস, অমর্ত্য, অন্বয় প্রমুখ। ১৪ই–১৫ই জানুয়ারি এই স্টলেই যুক্ত হল শতভিষা সাহিত্য পত্রিকা। উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক প্রাবন্ধিক 'চিরন্তন মুখোপাধ্যায়'। শব্দের ঝংকারের অন্যান্য পত্রিকার প্রতি এই সহমর্মিতা বিশেষ প্রশংসনীয়।

❖ ❖ ❖

১২ই জানুয়ারিই লিটল ম্যাগাজিন মেলায় 'মন ক্যামেরা' সাহিত্য পত্রিকার স্টলে পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যাটির প্রকাশ ঘটল পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের হাত দিয়ে। সাথে রইলেন পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ রুপালি বিশ্বাস, পত্রিকা গোষ্ঠীর বেশ কিছু লেখক–লেখিকা, পত্রিকার উপদেষ্টা অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খাস সমাচার পত্রিকার সম্পাদক প্রমুখ। অতি উষ্ণ পারিবারিক পরিবেশে পত্রিকার প্রতিদিনই জমায়েত হন বহু কবি লেখক যাঁদের মধ্যে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত কবি, লেখকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতন।

সব শেষে বলতে হয় ৩০ বছর পার করা 'তারুণ্য' সাহিত্য পত্রিকার কথা। প্রকাশ অনুষ্ঠান ধরা রইল বহু জনের ক্যামেরায়...

❖ ❖ ❖

বিধান সাহা সম্পাদিত কচিকাঁচা সবুজ সাথী, জনাই থেকে প্রকাশিত শব্দ কিরণ পত্রিকার (সম্প্রতি ১১ বছরে পা দিল) স্টলে প্রতিদিন বহু কবি–লেখকের সমাগম ঘটে, অনেক এই পত্রিকা দুটির সাথে প্রথম যুক্ত হলেন। প্রদীপ গুপ্ত সম্পাদিত যুগ সাহ্নিক পত্রিকার স্টলে সম্পাদক সুকুমার মন্ডলের উপস্থিতিই বহু দূর থেকে লিটল ম্যাগাজিন জগতের বহু কবি লেখককে ডেকে আনে শ্রীমন্ডলের অসাধারণ সৌজন্য সমৃদ্ধ ব্যবহারের জন্য। তারুণ্যের সাথে বেশ কিছু কবি লেখক নতুন যুক্ত হলেন এই মেলায়। সুকুমার মন্ডলের দুটি সাম্প্রতিক রম্য রচনা সমৃদ্ধ বইয়ের কাটতি ছিল খুবই ভালো।

অমৃতলাল পাড়ুই সম্পাদিত 'গ্রামোন্নয়ন কথা' পত্রিকাটির এই স্টলেই রাখা ছিল। যার কাটতি ছিল লক্ষ্যণীয়।

সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় লিটল ম্যাগাজিনের এই বার্ষিক মেলার মাধ্যমে বহু পত্র পত্রিকার সমৃদ্ধি ঘটে, আগামী দিনে বেঁচে থাকার রসদ পায়— সুতরাং চলতে থাকুক মেলা...

সম্বর্ধিত হলেন চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত সদর হাসপাতাল রাজ্যের সরকারি

হাসপাতালগুলির মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবায় প্রথম হয়েছে। বারাসত হাসপাতালের এই কৃতিত্বের অন্যতম কান্ডারিদ্বয় হলেন হাসপাতালের সুপার ডাঃ সুব্রত মন্ডল ও ডাঃ অলোক কুমার মৌলিক গত ৩০ ডিসেম্বর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের হাতে এই স্বাস্থ্য সম্মান তুলে দেন এই জেলা হাসপাতালের ১৪তম সুপার ডাঃ সুব্রত মন্ডল এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক অলোক কুমার মৌলিকের হাতে। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বারাসতের উত্তর পূর্ব কালিকাপুর সেবা প্রতিষ্ঠানের উজ্জ্বল বিশ্বাস ও দেবাশিস বিশ্বাস এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই মর্ম ২ জানুয়ারি বারাসত হাসপাতালের এক সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই সম্বর্ধনা মঞ্চে সংস্থার সম্পাদকদ্বয় পুষ্পস্তবক ও স্মারক তুলে দেন ডাঃ সুব্রত মন্ডল ও ডাঃ অলোক কুমার মৌলিকের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ রবীন মুখোপাধ্যায়, বারাসত আদালতের সরকারি আইনজীবী সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের অন্যতম সম্পাদক দেবাশিস বিশ্বাস।

৫০০ কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত

মলয় সুর, শ্রীরামপুর : স্বাধীনতার ৭০ বছর পূর্তিতে পাঁচশো শিল্পীর কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানাল শ্রীরামপুরে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সুরাঙ্গন অভিজ্ঞান। রবিবার ২৯ জানুয়ারি দুপুরে শ্রীরামপুর স্টেডিয়ামে নানা বয়সের নারী পুরুষের সমবেত গানে হয় 'মাতৃভূমির জয়' এই নামে ঘন্টা তিনি জমজমাট দেশাত্মবোধক সঙ্গীতানুষ্ঠান। পরাধীন ভারতের ২০০ বছরের ইতিহাসের স্বাধীনতার গান, যার মধ্যে ছিল মুকুন্দ দাস, সরলাদেবী, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, কাজী নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখের গানগুলি। এমন কি প্রতিটি গানের আগে পরাধীন ভারতের কিছু টুকরো ইতিহাসের কথা থাকে। শ্রীরামপুরে ৪৬ বছরের প্রাচীন সংস্থা। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠান ছিলেন, প্রয়াত আচার্য জগদ্বন্ধু অধিকারি, সংস্থার পক্ষে কুমকুম ভট্টাচার্য্য বলেন, এমন অনুষ্ঠান হল।

এর জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে কয়েক মাস ধরে সকল ছাত্রছাত্রীদের। 'সুরাঙ্গন' সংস্থার সম্পাদক হারাধন রক্ষিত জানালেন, বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা অনেকেরই সেভাবে ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা নেই। তাই এই প্রয়াস নতুন প্রজন্মের কাছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী (৯৩), সাংস্কৃতিক প্রিয় ভোলানাথ রক্ষিত। প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রদ্যোৎকুমার রায়চৌধুরীর পুত্র জগৎজ্যোতি রায় চৌধুরী। এদিন সঙ্গীত পরিচালনা ও সুরসৃষ্টিকারী ছিলেন শুভঙ্কর ভট্টাচার্য।

হাওড়ায় কেডিসি মেলা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া পাঁচলা থানার অন্তর্গত জুজার সাহা কুলডাঙা ডাইনেমিক ক্লাবের পরিচালনায় শুরু হল কেডিসি মেলা। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও থাকছে প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। খাবারের স্টলের পাশাপাশি থাকছে মনোহারি দোকান ইলেকট্রিকের দোলনা, ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য আছে বিশেষ ব্যবস্থা। সরস্বতী পুজোর দিন ছিল নজরকাড়া ভিড়। ৫৭ বছরের এই মেলা শুরু হয় ২৮ জানুয়ারি এই মেলা চলবে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

কবিতা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, পান্ডুয়া : 'চিরাগ' সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে ২৪তম বার্ষিক কবিতা উৎসব সারাদিন ধরে হুগলির পান্ডুয়া শেখ পুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় অঙ্কনা ভৌমিকের গানের মাধ্যমে। এরপর মঞ্চে স্বাগত ভাষণ দেন চিরাগ সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক জনাব সেখ নসরৎ আলি। শুধুমাত্র মননে চিন্তনেই নয়। মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কতটা বিরাজ করছে কবিগুরুর কবিতা। গান তারই প্রমাণ মিলল এদিন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১০০ জন সাহিত্যপ্রেমী মানুষ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। এর মধ্যে কয়েক জন মহিলা কবি সাহিত্যিকরাও ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে হাজির ছিলেন ডঃ রমলা মুখোপাধ্যায়। কবি মহম্মত আলি বুলবুল, সন্ধ্যা রং, আফরোজা বেগম, মুরারী মোহন চক্রবর্তী, আজকাল পত্রিকার সাংবাদিক সেখ সিরাজ, ডাঃ সুব্রত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা। বলা বাহুল্য এতে ৪৪ জন স্বরচিত ও অপ্রকাশিত কবিতা ও গল্প পাঠ করেন। এচাড়া ১২ জন সাহিত্যিক অনুগল্প পাঠ করে শোনান। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ পাঠকদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হয়। অনুষ্ঠানে সুধা সাহিত্যস্মৃতি স্মারক পুরস্কার অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (মাইথন) কে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে কবিতায় প্রথম হয় আশিস মিত্র, দ্বিতীয় সতীরঞ্জন আদক এছাড়া যুগ্ম তৃতীয় হন সোমনাথ চক্রবর্তী ও তরুণ কুমার গিরি। অন্যদিকে অনুগল্পে শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য স্মৃতি স্মারক পুরস্কার পান তিস্তা বেজ (শ্রীরামপুর)। কবিতা পাঠে দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি স্মারক পুরস্কার দেওয়া হয় শম্পা চট্টোপাধ্যায়কে। কবিতা উৎসব প্রেমীদের প্রতিযোগিতায় গল্পকারদের মধ্যে প্রথম হন নন্দিতা সিনহা, দ্বিতীয় স্বপনকুমার হালদার তৃতীয় সৌমিত্র মজুমদার। এদিন বাঙালি অধ্যুষিত অনুষ্ঠানটি জমজমাট ছিল।

গ্রন্থ প্রকাশ

কল্যাণকুমার রায়চৌধুরী : গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ সভা গৃহে গত ৮ জানুয়ারি সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কঙ্কণা বাঁওড়' গ্রন্থটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল। উদ্বোধন করেন প্রাক্তন ডেপুটি জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুকান্তকুমার দে। প্রধান অতিথি ঐতিহাসিক অধ্যাপক ড. গৌরীশংকর দে'র হাতে বইটি তুলে দেন লেখক সুনীলবাবু। এছাড়া অন্যান্য অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক বিজনকান্তি নন্দী, সমাজসেবী কালীপদ সরকার প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে উক্ত গবেষণা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিবেশবিদ দীপককুমার দাঁ বলেন যে সুনীলবাবু একজন দক্ষ ক্ষেত্র সমীক্ষক এবং আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কে ইতিমধ্যে সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর লেখা বঙ্গাব্দের উপকথা, শতাব্দী বিদ্যালয় গ্রন্থগুলি অত্যন্ত পরিশ্রমলব্ধ প্রামাণ্য দলিল। তাঁর আপোষহীন ধৈর্য্য ও সংগ্রামের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। অনুষ্ঠানে নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্রের শুভেচ্ছা পাঠ করেন বিজ্ঞান লেখিকা ও পরিবেশ কর্মী রেখা দাঁ এবং একটি সাম্মানিক চেক তুলে দেন প্রকাশত রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। সুনীলবাবু বলেন ২০০৭ সালে গোবরডাঙা জমিদার বাড়িতে কাগজপত্র দেখে বাঁওড় সম্পর্কে কৌতূহল জাগে। সেই থেকে অনুসন্ধান চালিয়েছি। বইটি কেমন হয়েছে এ সম্পর্কে বিচার আপনারাই করেন। ড. গৌরীশংকরবাবু বলেন ইতিহাসে রাজরাজাদের কথাই লেখা থাকে। সময় পরিবর্তন হয়েছে। এখন বিজ্ঞান ভিত্তিক লেখা হয়। বাঁওড় না বিল তা প্রমাণ করতে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। এছাড়া অধ্যাপক বিজনবাবু, সরোজ চক্রবর্তী, সুকুমার মিত্র প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভাপতির বক্তব্যে সুকান্তবাবু বলেন একশো, দেড়শো বছর আগে মানুষ যেভাবে বলেছে সেভাবে লেখা হয়েছে। বেনেলের সময় নদীপথে সার্ভে করে মানচিত্র করা হয়েছে। এতে আউটলাইন তৈরি হয়েছে। সুনীলবাবু লেগেছিলেন। একক প্রচেষ্টায় সত্যকে উদঘাটন করেছেন। এজন্য তাকে ধন্যবাদ উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন ড. জয়শ্রী মিত্র। প্রায় ৬০ জনের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়।

গ্যালারি থেকে সুমিত দাশগুপ্ত

আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস তাদের ৮১তম বার্ষিক চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ করেন বিশিষ্ট ভাস্কর শঙ্কর ঘোষ। আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে ভাস্কর্যে শঙ্কর ঘোষ বিপিন গোস্বামী, নিরঞ্জন প্রধান এবং চিত্রে ওয়াসিম কাপুর, স্বপ্নেশ চৌধুরী, অলক ভট্টাচার্য প্রমুখের কাজ দেখার সুযোগ ঘটল। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে সুব্রত পালের জলরঙে করা ছবিটি প্রশংসার দাবি রাখে। রণজিৎ দত্তের জলরঙের কাজটিও নজর কাড়ে। অনিরুদ্ধ বিশ্বাসের জলরঙের ছবিতে এক অন্য আবহ সৃষ্টি হয়েছে। সুখেন্দু কুন্ডুর পেনসিলে করা ল্যান্ডস্কেপটি উৎকৃষ্ট কাজ। পূজা ঘোষের পেনসিলের কাজটিতে মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। সাদিকুল ইসলামের জলরঙে আঁকা কাকের ছবিটি উল্লেখযোগ্য কাজ। পাপ্পু হালদারের কাঠের ভাস্কর্যটি সুন্দর কাজ। নিবেদিতা বসুর পেন ইংকের ড্রইংটি দৃষ্টিনন্দন কাজ। ডলি দত্তের অ্যাক্রেলিকের ছবিটি এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে। শেষ নূর আলির অ্যাক্রেলিকের কাজে এক অন্য মজা ধরা পরে। সৌরভ গুহ রায়ের জলরঙের কাজটি মনকে নাড়া দেয়। প্রবীর বিশ্বাসের কাঠের রিলিফ ভাস্কর্যে করা প্রতিকৃতিটি অনবদ্য কাজ। রিন্টু রায়ের কাজে তিনি তার ঘরানার ছাপ রেখেছেন। হিরন্ময় দাসের অয়েল ও অ্যাক্রেলিকে করা স্টিল লাইফটি এক অন্য মেজাজ এনেছে। তন্ময় সরকারের ফাইবার গ্লাসের ভাস্কর্যটি উৎকর্ষতার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। টেম্পেরায় করা দীপক কুমার সাউ এর দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ছবিটি এক অন্য ভাবনার পরিচয় দেয়। কৃষ্ণেন্দু রায়ের পিতলে করা 'দি ট্রাডিশনাল জার্নি' ভাস্কর্যটি বিষয় ভাবনার দিক থেকে এক অতুলনীয় কাজ। কৃষ্ণেন্দু সরকারি চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ভাস্কর্য বিভাগে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে পড়াশোনা করছেন। তার প্রত্যেক কাজের ক্ষেত্রেই বিষয় নির্বাচনে এক সুন্দর পরিমিতি বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

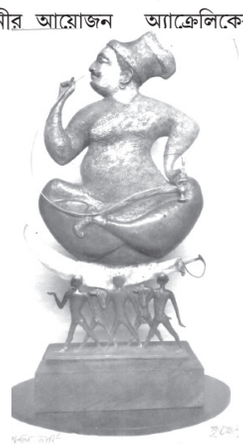

গ্যালারি লা মেয়ার–এর বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী

গ্যালারি লা মেয়ার প্রতি বছরের মতো এবারেও বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। জয়া মিত্রের উদ্যোগে ১৯৯৫ সালে এই গ্যালারির শুভ সূচনা হয়। বর্তমানে শ্রীলেখা মজুমদারের পরিচালনায় এই গ্যালারি শিল্প জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এবারের প্রদর্শনীতে ৩২ জন শিল্পী অংশ নিয়েছিলেন। ভাস্কর হিসেবে অংশ নিয়েছেন ৪ জন। এরা বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। প্রত্যেক শিল্পীর সৃজন সমৃদ্ধ কাজ এই প্রদর্শনীকে এক অন্য মাত্রায় উন্নীত করেছে। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন উমা সিদ্ধান্ত। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মন্ডল, নিরঞ্জন প্রধান, গণেশ হালুই, বিপিন গোস্বামী, অমলনাথ চাকলাদার, শুক্তশুভ্রা প্রধান ও দেবব্রত চক্রবর্তী। এছাড়াও যাদের কাজ আকর্ষণ করে তারা হলেন অমিত সরকার, গৌতম বসু, প্রদীপ মৈত্র, নিখিলরঞ্জন পাল, প্রসেনজিত সেনগুপ্ত, শ্যামশ্রী বসু, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুহাস রায়। ২০১৭–র বার্ষিক প্রদর্শনীতে এক সুনির্বাচিত কাজের সহাবস্থান দেখা গেল।

সিকিমে চলেছে 'সচেতনতা' মূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিকিমের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনজাতিদের সামনে ভারত সরকারের সং অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশন নিয়মিত ভাবে তুলে ধরছেন সরকারের বিবিধ কল্যাণ মূলক পরিকল্পনার কথা। এর জন্য সাহায্য নেওয়া হচ্ছে কলা জগতের বিভিন্ন শিল্পীর। এঁরা হচ্ছেন সরকারী তালিকাভুক্ত শিল্পী–কল্যাণ কর্মী। এঁদের মধ্যে আছেন জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ।

গত ২০শে জানুয়ারিতে শুরু হয়েছে উপরি উক্ত কর্মসূচি। চলবে ৩১ শে জানুয়ারি পর্যন্ত দক্ষিণ সিকিমের বিভিন্ন অঞ্চলে। বিভিন্ন বিদ্যালয়, হাসপাতাল, রেশন দোকান, পঞ্চায়েত ভবন, বিভিন্ন অফিসের সামনে যেখানে সাধারণ মানুষজন নিয়মিত আসেন। এই সব জায়গায় শিল্পীরা তাঁদের বিবিধ কলা প্রদর্শনের মাধ্যমে ভারত সরকারের বিভিন্ন কল্যাণ মূলক পরিকল্পনার কথা তথা 'সুগম্য ভারত', 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'/'ক্লিন ইন্ডিয়া ক্যাম্পেন', 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া', 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও', 'প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা' প্রভৃতির পরিকল্পনার কথা বিস্তৃতভাবে উদ্ভাসিত করছেন। আর এঁদের মধ্যেই আছেন জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ। সুনির্বাচিত জাদুর খেলার মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দেওয়ার সাথেই জনজাতি দর্শকদের উৎসাহিত করছেন ভারত সরকারের কল্যাণমূলক পরিকল্পনার সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের জীবন যাপনকে উন্নত করার বিষয়ে উৎসাহিত করার কাজ।

'জাদু' হচ্ছে এমন এক বিনোদন মূলক কলা যা '৮ থেকে ৮০' সবাইকেই আকর্ষণ করে। সুতরাং জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে সরকারের পরিকল্পনাগুলির কথা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনজাতিদের সামনে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের যে ডিভিশনের সেই 'সং অ্যান্ড ড্রামা' ডিভিশনের ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী বি. পাল চৌধুরীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন। জাদুকর অশোক বিশ্বাস অ্যান্ড ট্রুপ সহ অন্যান্য কলা কর্মীদের জন্যে রইল নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির তরফে (৫০ পার করা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আলিপুর বার্তা প্রকাশনী সংস্থা), তাঁদের সাংস্কৃতিক শাখা মাঙ্গলিকীর অনেক শুভেচ্ছা।

হাওড়ায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ নস্করপুর মাইতি পাড়ায় ২৯ জানুয়ারি এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে সন্তোষী ইয়ং সোসাইটি। এই রক্তদান শিবিরে মোট ৪৫ জন রক্তদান করে। এর মধ্যে ২০ জন ছিল মহিলা। পরিচালন কমিটির পক্ষে শ্রী সুশান্ত মাইতি, সঞ্জয় মাইতি, গৌড় খাঁড়া, সুদীপ্ত মাইতি,লক্ষ্মীকান্ত মেটে, মৃন্ময় মাইতি, সুদীপ খাঁড়া, দিলীপ খাঁড়া প্রমুখের পক্ষ থেকে জানান 'থ্যালাসেমিয়া' নামক মারাত্মক ব্যধিকে পৃথিবী থেকে নির্মূল করতে ও মানব কল্যাণের জন্যই এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে, রক্তদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকে না। তাই এ রক্তদান সর্ব ধর্মের সর্ব বর্ণের। প্রথম বর্ষেই রক্তদান শিবিরে যে ভাবে উৎসাহিত হয়ে সকলে অংশগ্রহণ করে তাতে সকলকে কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান।'' রক্তদান শিবিরের সংযোগিতায় ছিল হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল।

১০টি সংস্থাকে স্মারক সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সমাজ কল্যাণমূলক ও মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য স্মারক সম্মান পেল মঠের দিঘী পল্লি সেবাসদন। গত ২২ জানুয়ারি তারিখে বিবেক পথের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে এইরকম দশটি সংস্থাকে তাঁরা স্মারকপত্র তুলে দিলেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় হাত দিয়ে ।এটি যাদের দ্বাদশতম বর্ষ।

মঠের দিঘী পল্লি সেবা সদনের সম্পাদক খোকন মন্ডলের হাতে স্মারক পত্র তুলে দিচ্ছেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

পাঞ্জাবের মাটিতে ইস্টবেঙ্গলের বড় জয়

দেশের ফুটবলে আবারও হৃতগৌরব ফিরে পাচ্ছে বাংলা

অরিঞ্জয় মিত্র

যাদের টুর্নামেন্টের আগে ভাবা হচ্ছিল বড় দলগুলির সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দেবে সেই দলগুলির অবস্থা রীতিমতো শোচনীয় এবারের আই লিগে। মোহনবাগান আগেই বড় ব্যবধানে পাঞ্জাবের দলটিকে উড়িয়ে দিয়েছিল। রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় খোদ পাঞ্জাবের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই দলকে গুড়িয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। শুধু তাই নয় পাঞ্জাব মিনার্ভাকে ৫–০ গোলে হারানোর পর ইস্টবেঙ্গল প্রথমবারের জন্য আই লিগের শীর্ষে উঠে এল। লাল–হলুদের হাইতিয়ান স্ট্রাইকার ওয়েডসন হ্যাটট্রিক করে তাঁর স্বদেশীয় তারকা সনি নর্ডিকে ভালোমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। বলাবাহুল্য পাঞ্জাবের মাটি থেকে মর্গ্যান সাহেব খালি ইস্টবেঙ্গলের জন্য নন, পুরো বাংলার জন্য খুশির আবহ তৈরি করে দিলেন। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বাংলার দলগুলির এবারের আই লিগে সফল হওয়া নিয়ে যে কথা হচ্ছিল তাও সারবত্তা পেল এর ফলে। এখন কলকাতার দুই প্রধান পয়েন্টের বিচারে এক জায়গায় থাকলেও গোল পার্থক্যে এগিয়ে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে বেঙ্গালুরু এফসি রয়েছে এদের ঠিক পরেই। এখনও পর্যন্ত আই লিগ যেভাবে এগোচ্ছে তাতে নতুন দুটি দলের মধ্যে পাঞ্জাব মিনার্ভা যেমন চূড়ান্ত খারাপ ফল করছে। বিশেষ করে একসময় যে পাঞ্জাব ফুটবলের ঐতিহ্যের ধারক বাহক ছিল জেসিটি মিলস ফাগোয়ারা বা পাঞ্জাব পুলিশের মতো দল সেখানে মিনার্ভা দলটির পারফরমেন্স শোচনীয়। অন্তত প্রথম দফার পর সেটাই চোখে পড়ছে। চেন্নাইয়ের দলটি তুলনামূলকভাবে ভালোই শুরু করেছে তাদের প্রথম মরশুম। বিশেষ করে মোহনবাগানের সঙ্গে যে লড়াই তারা গড়ে তুলেছে তা নজর কেড়েছে। এছাড়া মোহনবাগানকে রুখে দিয়ে কিছুটা হলেও ফোকাসে এসেছে পুণের শিবাজিয়ান্স।

তাও সবদিক খতিয়ে দেখলে দেখা যাচ্ছে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর বেঙ্গালুরু এফসি ছাড়া অন্য দলগুলি শক্তির বিচারে অনেকটাই পিছিয়ে। এর ফলে লিগের যে ওজন তা নিঃসন্দেহে হ্রাস পাচ্ছে। আগের আই লিগগুলির দিকে যদি একটু ফিরে তাকানো যায় তবে দেখা যাবে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, বেঙ্গালুরুর ঘাড়ের ওপর সমানতালে নিঃশ্বাস ফেলত চার্চিল, ডেম্পো, স্পোর্টিং ক্লুব দ্য গোয়ার মতো দল। মাহিন্দ্রা, মুম্বই এফসি, পুণে এফসিও তখন দারুণ সচল ছিল। সেই জমজমাট লিগের আস্বাদন এখন মিলছে না। স্বাভাবিকভাবেই দু–তিনটি দলের মৌরসিপাট্টা চোখে পড়ছে আই লিগে। তাও ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগানের বড় জয় প্রমাণ করছে এখনও দেশের ফুটবলের প্রাণভোমরা বাংলাই রয়েছে। বিশেষ করে গোয়ার আধিপত্য কমে যাওয়ার পর থেকে দেশের ফুটবলের হৃতগৌরব ফিরে পাওয়ার ভালো সুযোগ এসেছে বাংলার কাছে। সেই সুযোগের যাতে ভরপুর সদ্ব্যবহার হয় সেদিকে তাকিয়ে আপামর বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা। এদের মধ্যে মোহন–ইস্টের সমর্থকদের যে পাল্লা ভারি তা বলাবাহুল্য। এখনও মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের যে সমর্থক 'বেস' তা ভু–ভারতে কোনও দলের নেই। অপেশাদার ছাঁচে গড়ে উঠলেও মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে ঘিরে যে বিশাল আবেগ পুঞ্জিভূত দু দলের অগণিত সমর্থকদের মধ্যে তাকে টেক্কা দেওয়ার দম নেই দেশের যে কোনও ক্লাবেরই। বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাই, পাঞ্জাব মিনার্ভা, পুণে শিবাজিয়ান্সের মতো দল পুরো পেশাদারি আবহে বেড়ে উঠলেও তাদের সেই জাতের সমর্থক নেই। যারা সব ছেড়ে শুধুমাত্র খেলা নিয়ে মাতোয়ারা হবে। এই আবেগটাই বাংলার ফুটবলকে দেশের মক্কা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু মুখে বললে চিঁড়ে ভিজবে না। পারফরমেন্সই বলবে শেষ কথা। আর তার জন্য আই লিগ পাওয়ার জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করলে চলবে না। ঘরে আনতে হবে দেশের সেরা এই ট্রফি। মনে রাখতে হবে ফেডারেশন কাপ বা আইএফএ শিল্ড জেতার মধ্যে থেমে গেলে চলবে না, জিতে দেখাতে হবে আই লিগ। তাতে দেশের ফুটবলে সত্যিকারের কৌলিন্য লাভ করবে কলকাতার দুই প্রধান। আর এই ট্র্যাকে যদি মহমেডান ফিরে আসতে পারে তাহলে তো সোনায় সোহাগা। যদিও এখনও আই লিগের মূলপর্বে পৌঁছানো সাদা–কালো দলটির পক্ষে কঠিন। কিন্তু কে বলতে পারে, বাংলা ফুটবলের নব জোয়ারে ভর করে হয়তো প্রত্যাবর্তন ঘটাতেই পারে শতাব্দী প্রাচীন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

ফের টেনিসের মূলমঞ্চে ফেডেরার

প্রদীপ্ত দাস

এভাবেও ফিরে আসা যায়। তা ফের দেখালেন তিনি। প্রায় হারিয়ে যেতে বসা একসময়ের মহাতারকা ফের টেনিস বিশ্বের মূল মঞ্চে প্রত্যাবর্তন করলেন। রজার ফেডেরার প্রমাণ করলেন ইচ্ছে থাকলে সব হয়। যুবরাজ সিং, মনীশা কৈরালারা যেমন ক্যানসারকে হারিয়ে যথাক্রমে ক্রিকেট ও অভিনয় জগতে ফিরে এসেছে তেমনই একেবারে শূন্য থেকে শীর্ষে আরোহন করলেন রজার ফেডেরার। ৩৫ বছর বয়সে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে জানান দিলেন ইচ্ছেশক্তিতে ভরপুর থাকলে সবকিছু জিতে নেওয়া যায়। ফাইনালে আবার ফেডেরার জয় পেলেন তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রাফায়েল নাদালকে হারিয়ে। এই বয়সেও পাঁচ সেট পর্যন্ত গড়ানো লড়াইকে কি সুন্দরভাবে নিজের দিকে টেনে নিলেন তা বোধহয় ফেডেরারের পক্ষেই সম্ভব।

অথচ টেনিসের মূলস্রোত থেকে একদম ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। সেই রাজকীয় ফিরে আসাটাও হল রড লেভারের নামাঙ্কিত সার্কিটে। জয়ের পর রড লেভারের আলিঙ্গনে আপ্লুতও হলেন ফেডেরার। ফাইনালে ওঠার আগে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে সেমিফাইনাল এখনকার সেরাদের হারিয়ে প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে ফাইনালে উঠে আসেন তিনি। ফাইনালে চিরশত্রু নাদালের কাছেও হাতছানি ছিল জীবনের ১৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার। কিন্তু সে সুযোগ তিনি পেলেন না। নাদালকে যে পাঁচ সেটেই লড়াইতে হারালেন ফেডেরার তার পুরোটাই ছিল রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। একবার তিনি এগোন, তো পরের সেট দখলে নেন নাদাল। এভাবে চার সেটের লড়াই ২–২ হওয়ার পর অন্তিম সেটে নাদালকে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে দেন নি তিনি। শেষ সেটে নাদালকে ৬–৩ এ হারান ফেডেরার। ব্যস আরও স্বপ্নপূরণ ঘটল তাঁর। শুধু ১৮তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতা নয়, পুরো বিশ্বের কাছে নিজের অস্তিত্ব আরও একবার মেলে ধরা। এটা বোধহয় ফেডেরার বলেই সম্ভব। ভারতবাসীও পুরো চেটেচুটে আস্বাদন করেছেন ফেডেরার এই মহাজয়। একদিকে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের টি–২০ র টানটান উত্তেজনাকর ম্যাচ, পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল–পাঞ্জাব মিনার্ভা এত কিছু চলা সত্ত্বেও ফেডেরারের খেলা ক্রমাগত চ্যানেল সার্ফ করে দেখে গিয়েছে তামাম ক্রীড়াপ্রেমী।

ভলিবলে হুগলি চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫৯তম রাজ্য সিনিয়র ভলিবল প্রতিযোগিতা ভদ্রেশ্বর ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় ২২ থেকে ২৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন ফাইনাল খেলাগুলি ক্লাবের স্পোর্টস কমপ্লেক্স গ্রাউন্ডে হয়। এতে ৩১টি জেলা দল অংশগ্রহণ করে। খেলাগুলি লিগ কাম নক আউট ভিত্তিতে হয়। শিবতলা রিক্রিয়েশন ক্লাব, ভবানী সংঘ ও ইউনাইটেড অ্যাথলেটিক ক্লাবের গ্রাউন্ডে হয়। ফাইনালে হুগলির মেয়েরা সরাসরি ৩টি সেটে হাওড়াকে ২৫–১১, ২৫–৯ ও ২৫–২০ পয়েন্টে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করে। হুগলির মেয়েদের মধ্যে সেরা পারফরম্যান্স অনুযায়ী ম্যান অব দি টুর্নামেন্ট হন কমলিকা দেবনাথ।

অন্যদিকে টান টান উত্তেজনার মধ্যে হুগলি ও হাওড়ার ছেলেদের মধ্যে দুরন্ত (৩–২) সেটের ব্যবধানে জিতল হুগলির ছেলেরা। যদিও এই হাই ভোল্টেজ ম্যাচ প্রথম দিকে হুগলির ছেলেরা পিছিয়ে ছিল। এরপর সবাই ভাল পারফর্ম করে এগিয়ে যায়। হুগলির ম্যান অব দি ম্যাচ হয় দেবাশিস রায়। গোটা প্রতিযোগিতায় ম্যান অব দি টুর্নামেন্ট হন মিলন মালকন্ডী। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় শেখ সরিত।

এদিন সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চাঁপদানি বিধানসভার বিধায়ক আব্দুল মান্নান, প্রাক্তন মন্ত্রী নরেন দে, রাজ্য ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি রথীন রায় চৌধুরী, সংগঠন কমিটির সেক্রেটারি অশোক বিশ্বাস, প্রাক্তন ভারতীয় ভলিবল খেলোয়াড় সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগমায়া কোলে। ভদ্রেশ্বর পুরসভার কাউন্সিলর গৌতম সরকার, শম্ভু সরকার। ফাইনাল খেলা ঘিরে সন্ধ্যায় প্রচুর খেলা প্রিয় মানুষ এই প্রতিযোগিতার লড়াই দেখতে ভিড় জমান। খেলা দেখে সবাই মুগ্ধ হয়েছেন।

নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা

বাপী লাল দে : প্রতি বছরের মতো এ বছরেও ২৬ জানুয়ারিকে সামনে রেখে হাওড়া জেলা নিশ্চিন্দা থানা এলাকার সাঁপুই পাড়া রবীন্দ্র পল্লির জনকল্যাণ সমিতির পরিচালনায় হয়ে গেল একদিনের নকআউট ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা। সকাল নটার জাতীয়পতাকা এবং দলীয় পতাকা উত্তোলনের পরেই শুরু করা হয় এই ফুটবল প্রতিযোগিতা। ৪৮ জন খেলোয়াড়কে নিয়ে মোট আটটি দলে বিভক্ত হয়ে খেলার সূচনা করা হয়। খেলার পরিচালনা করেন রেফারি হিসাবে শিবু দত্ত এবং বর্তমানে জনকল্যাণ সমিতির ক্রীড়া সম্পাদক হিসাবে দায়িত্বভার সামলানো বিভাস নারায়ণ বোস। রাত্রে জনকল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে ৪৮ জন খেলোয়ারের হাতে থাকছে বিশেষ ভুরিভোজের ব্যবস্থা। এছাড়া থাকছে রানার্স–উইনার্স দলের জন্যে বিশেষ আকর্ষণীয় পুরস্কারের আয়োজন। এই ফুটবল প্রতিযোগিতা এবছরে পাঁচ বছরে পড়েছে বলে জানা যায়। মাঠে দর্শকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

টিম কোহলিকে ভরসা জোগাচ্ছেন ফার্স্ট বোলাররাও

রবীন বিশ্বাস

বিরাট কোহলির আমলে সব ধরণের অসম্ভবকেই সম্ভব করছে টিম ইন্ডিয়া। এই ভারত যেন হারতে শেখেনি। টেস্ট সিরিজ ও একদিনের সিরিজে ইংল্যান্ডকে হারানোর পর বাকি ছিল টি–২০ ফর্ম্যাটে ইংরেজ বধ। তাও আবার টি–২০ র প্রথম ম্যাচে হেরে ভারত অনেকটাই চাপে ছিল। ৩ সিরিজের টুর্নামেন্ট। দ্বিতীয় ম্যাচ তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতের জন্য মরণবাঁচনের ম্যাচ। এই ম্যাচে ভারতকে হারাতে পারলে অন্তত টেস্ট ও একদিনের হারের দুঃখ খানিকটা ভুলে দেশে ফিরতে পারত ইংল্যান্ড। তাও আবার প্রথমে ব্যাট করতে নেমে টিম কোহলি যেখানে ১৫০ তুলতেই পারে নি। এমতাবস্থায় খেলতে নেমে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দেশকে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দিল ভারতীয় বোলিং অ্যাটাক। যার নেতৃত্ব দিলেন প্রবীণ আশিস নেহরা। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করলেন নবীন প্রতিভা বুমরাহ। ব্যস এই ভারতীয় জোড়াফলাতে বিদ্ধ হয়ে সিরিজ ১–১ করতে বাধ্য হল ইংল্যান্ড। শেষ ম্যাচ জিতে ইংল্যান্ডকে খালি হাতে দেশে ফেরানোর তোড়জোড় এবার শুরু করতে হচ্ছে কোহলি বাহিনীকে। যেভাবে খেলছে টিম ইন্ডিয়া তাতে ভারত টি–২০ সিরিজ না জিততে পারলে অবাক হতে হবে। অপরদিকে ইংল্যান্ড এটা দেখে নিল ভারতের ব্যাটিং লাইন আপ যেমন তাঁদের দুরমুশ করে আসছে তেমন সুযোগ পেলে ভারতের বোলাররাও ছিঁড়ে খেতে পারে তাদের। সবদিক থেকে খালি একরাশ হতাশা আর ব্যর্থতা নিয়ে 'ঘর ওয়াপসি' করতে হচ্ছে ইয়ন মর্গ্যানের দলকে। এই ভারতীয় দল কোহলির নেতৃত্বে যেভাবে নিজেদের মেলে ধরছে তাতে সামনে ভারত–অজি সিরিজ জমে ওঠার সম্ভাবনা ভরপুর।

জমে উঠল মেয়রস কাপ ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল মেয়রস কাপের ফুটবল ফাইনাল খেলা। ভারতের অন্যতম নামী টিম মহামেডান দলের মাঠে এই খেলার আয়োজন করা হয়। খেলাটির সূচনা করেন কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। বরো পাঁচ এবং বরো নয় দলের খেলোয়াড়রা এই ফাইনালের মুখোমুখি হন বলে জানা যায়। কলকাতা পুরসভা থেকে বাছাই করা ২০ জন খেলোয়াড়কে নিয়ে একটি টিম গঠন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা যায়। এবং আগামী দিনে উঠতি এই দলটিকে তিন মাসের একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার আবেদন জানানো হয়েছে। তবে প্রথমার্ধে খেলাটি গোল শূন্য ভাবেই শেষ করা হয়েছে বলে জানা যায়।

ডানলপে এসে শেষ হল ম্যারাথন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পৃথিবী থেকে হিংস্র মনোভাব, রক্ত ঝরানোকে বিরত রেখে শিল্প সংস্কৃতির পরিবেশ তৈরি করে এক সুন্দর পৃথিবী গঠনের অঙ্গীকার। বাংলার বাগবাজারের উদয় সঙ্ঘের প্রচেষ্টাই তার বড় প্রমাণ। তাই ১২৪০ জন প্রতিযোগীকে নিয়ে শুরু হল ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা শুরু হয় বাগবাজার থেকে এবং দৌড় শেষ হয় বরানগরের ডানলপ মোড়ে এসে। এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় ছেলেদের মধ্যে প্রথম হন বিশ্বজিৎ সরদার এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম হন সাবিনা খাতুন বলে জানান ক্লাবের সচিব সনৎ নন্দী।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

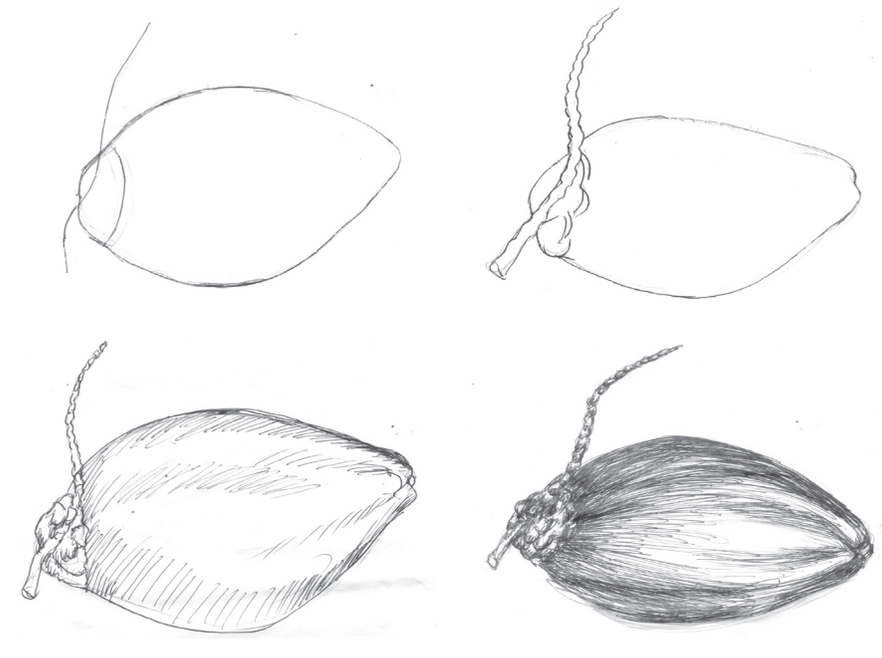

জানা অজানা

- রামায়ণের রচয়িতা বাল্মীকি মুনির পিতার নাম কি?
- বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবিতার অন্যতম পথপ্রদর্শক কবি জীবনানন্দ দাস। কবির সার্থক রচনার প্রেরণাদাতা ছিলেন তাঁর মা। তিনিও বিখ্যাত মহিলা কবি ছিলেন তাঁর নাম কি?

উত্তর পাঠাও এসএমএস–এর মাধ্যমে এই নম্বরে ৯০৬২২০১৯০৬। ০২.০২.২০১৭ র মধ্যে

জার্মানির জাদুকর এ্যান্ডি ক্লাপের কাছ থেকে পিকচার কার্ডটি উপহার পান জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

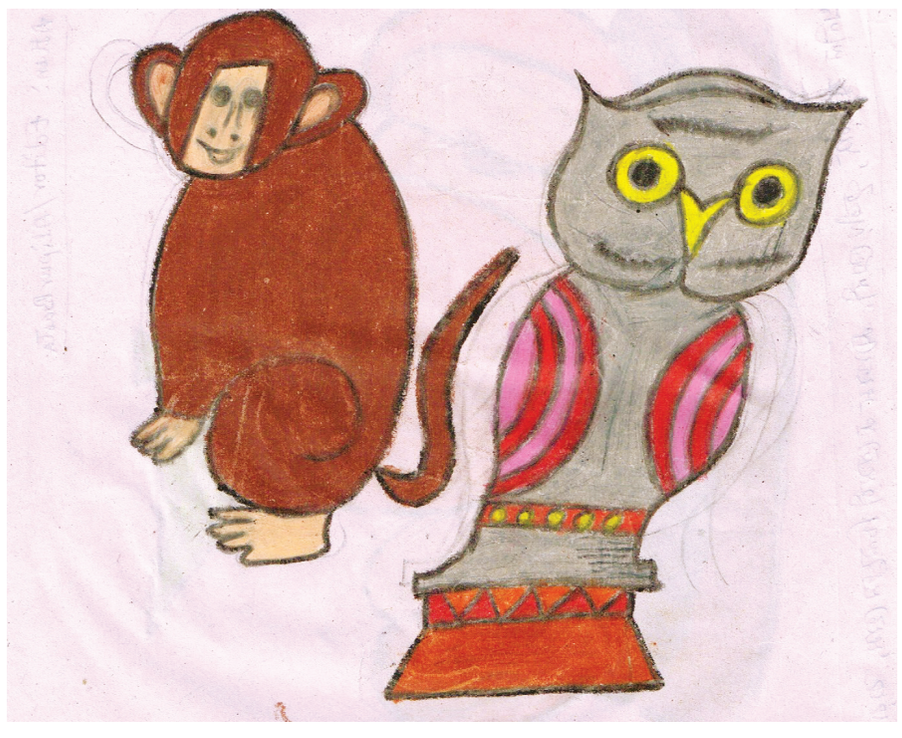

অভ্রনীল কবিরাজ, তৃতীয় শ্রেণি, ম্যাডাম মন্ডেসরী ডিলড্রেন হোম, বারাসত

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com